



চলতি বছর যে সমস্ত পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক দিচ্ছে তাদের জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল পর্যদ। চলতি বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। ...বিস্তারিত পাতা ৩



জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের মালবাজার ৪৬ ব্যাটালিয়ন এসএসবি ক্যাম্পের ভিতরে শুক্রবার সকালে দেখা মিলল চিতাবাঘের শাবকের। ...বিস্তারিত পাতা ৫



৩ দিনের সফরে গুজরাত যাচ্ছেন আম আদমি প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ৬-৮ জানুয়ারি গুজরাত সফরে থাকবেন কেজরিওয়াল। ...বিস্তারিত পাতা ৬



এ বার প্রতারণার শিকার মহেন্দ্র সিং খোনি। বন্ধু এবং দীর্ঘদিনের বিজনেস পার্টনার মিহির দিবাকরের বিরুদ্ধে ১৫ কোটি টাকার প্রতারণার মামলা করলেন মাহি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

নেতাই যেতে পারবেন শুভেন্দু অধিকারী, শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জানুয়ারিঃ রাজ্যের আপতি খারিজ করে অবশেষে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নেতাইয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে নেতাই যাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছে রাজ্যের উচ্চ আদালত। তবে অনুমতি মেলায় আবারও একবার শুভেন্দুর কাছে ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। শুক্রবার মামলাটি ওঠে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে। সেখানে তিনি এই নির্দেশ দিয়েছেন। হাইকোর্টের শর্ত অনুযায়ী, বিকেল ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে শহীদ বেদীতে প্রজ্ঞা জানাতে পারবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তাই নয়, শুভেন্দু অধিকারী নিরাপত্তারক্ষী ও সীমিত লোক নিয়ে যেতে পারবেন। এদিকে, নেতাই শহীদ স্মৃতি রক্ষা কমিটির তরফে আগামী ৬ ও ৭ জানুয়ারি সেখানে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। সেই কারণে আপতি জানায় রাজ্য সরকার। তবে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, কমিটিকে বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে। একই সঙ্গে গোটা অনুষ্ঠানের ডিজেগ্রাফি করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। প্রসঙ্গত, ১২ বছর ধরে এই স্মরণসভার আয়োজন করে আসছে নেতাই শহীদ স্মৃতি রক্ষা কমিটি। শুভেন্দু অধিকারীকে আগে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানাত কমিটি। তবে দলদল করার পর শুভেন্দুর উপর আগ্রহ হারিয়েছে কমিটি। এদিন মামলার শুনানিতে শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী জানান, নিহতদের দুজন এবং অন্ততদের সাতজনের পরিবার তাঁর সঙ্গে রয়েছে। তা সত্ত্বেও তাঁকে নেতাই যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি মন্তব্য করেন, তিনি চান না যে শহীদের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রাজনীতির রং লাগুক। উল্লেখ্য, এর আগে শুভেন্দু অধিকারীর মামলার বিচারপতি বলেছিলেন, শহীদ স্মরণসভায় প্রত্যেকের যোগ দেওয়ার অধিকার রয়েছে। বিরোধী দলনেতা তার ব্যতিক্রম নন, তাঁর ক্ষেত্রেও অধিকার রয়েছে স্মরণসভায় যোগ দেওয়ার। সেক্ষেত্রে বিরোধী দল নেতাকে এক ঘণ্টা সময় না দিলে জটিলতা দেখা দিতে পারে বিচারপতি আশঙ্ক প্রকাশ করে রাজ্যকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র শহীদ বেদীতে মাল্য দেওয়ার জন্য শুভেন্দু অধিকারীকে নেতাই যেতে দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন বিচারপতি। আর এবার সেখানে যাওয়ার অনুমতি পেলেন শুভেন্দু।

নেতাই যেতে পারবেন শুভেন্দু অধিকারী, শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জানুয়ারিঃ সন্দেশখালিতে তদন্তে গিয়ে তীব্র রোষান্বিতের মধ্যে পড়েছেন ইন্ডির অফিসাররা। হামলা হয়েছে তদন্তকারী অফিসারদের উপর। মাথা ফেটেছে ইন্ডি অফিসারদের। আক্রান্ত হয়েছেন সিআরপিএফ জওয়ানরাও। শুক্রবার ইন্ডি অফিসারদের উপর হামলার ঘটনায় এবার কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, হিংসা বন্ধ করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে সংবিধান মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সন্দেশখালিতে এদিন সকালে যে এনভিপ্রোত ও নজিরবিহীন হামলা হয়েছে ইন্ডির উপর, তা ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক বলেই মনে করছেন রাজ্যপাল বোস। এক ভিডিয়ো বার্তায় বাংলার সাংবিধানিক প্রধান বলেছেন, “একটি সভ্য সমাজের সরকারের দায়িত্ব এই বর্বরতা ও অশান্তি বন্ধ করা। যদি সরকার নিজের মৌলিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সংবিধান মোতাবেক ব্যবস্থা হবে। রাজ্যপাল হিসেবে আমি আমার সবরকম সাংবিধানিক বিধ্বস্ত মাথায় রাখছি। সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাংলার মানুষের সঙ্গে জঙ্গলরাজ করা যাবে না। বাংলা কোনও ব্যানানো রিপাবলিক নয়।” উল্লেখ্য, এই প্রথম নয়, এর আগেও বিভিন্ন সময়ে যখনই বাংলার কোনও প্রান্তে অশান্তির খবর এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে কড়া বার্তা দিয়েছেন রাজ্যপাল। পঞ্চায়েতে নির্বাচনের সময়েও যেখান থেকে অভিযোগ পেয়েছেন, সেখানে ছুটে গিয়েছেন। এদিন ভিডিয়ো বার্তায় রাজ্যপাল বলেন, “প্রাক নির্বাচনী হিংসা এখন থেকেই শুরু হল, এবং এখানেই এটা শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। সমাজে অশান্তি হলে, তার দায় সরকারের। সরকারের উচিত চোখ খুলে দেখা।” শুক্রবারের ঘটনায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের এই বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিকে সন্দেশখালিতে ইউ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই এনআইএ তদন্তের দাবি তুলতে শুরু করেছে বিজেপি। শাসক শিবির আবার পাল্টা বিজেপিকেই দৃষ্টি এই ঘটনার জন্য। তাদের বক্তব্য, বর্তমানে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে মানুষ ইন্ডি-সিবিআই ও বিজেপিকে আলাদা করে দেখছে না।

বিশ্বায়কের বাড়ি থেকে উদ্ধার বন্দুক-গুলি

চণ্ডীগড়, ৫ জানুয়ারিঃ কংগ্রেস বিধায়কের বাড়িতে হানা দিয়ে কোটি কোটি নগদ টাকা উদ্ধার করল অফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। নগদ টাকার পাশাপাশি হরিয়ারান ওই বিধায়কের বাড়ি থেকে প্রচুর মদের বোতল এবং বন্দুক উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার ইডি উদ্ধারের কথা জানিয়েছে এটি। ওই কংগ্রেস বিধায়কের সাদ্ধপাঙ্ক এবং হরিয়ারান অপর এক বিধায়কের বাড়িতেও এ দিন হানা দিয়েছে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সন্ত্রাস আধিকারিকরা হানা দেয় কংগ্রেস বিধায়ক সুব্রতদর পাণ্ডয়ার এবং ইন্ডিয়ান লোকসভার প্রাক্তন বিধায়ক সিলিবাগ সিংয়ের বাড়িতে। অবৈধ খননে জড়িত এবং আর্থিক তহবিলের অভিযোগের তদন্তে নেমেই এই হানাদারি করে জানা গিয়েছে। ৬টি গাড়ি করে ১৫-২০ জন ইডি আধিকারিক বৃহস্পতিবার রাতে আসেন কংগ্রেস বিধায়ক সুরেশদর পাণ্ডয়ার বাড়িতে। বিধায়কের পাশপাশি সুব্রতদর এক খান খনি ব্যবসায়ীও। সোনেপথের বিধায়ক সুব্রতদর বাড়ি থেকে ৫ কোটি টাকা নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ইডি সূত্রে। সেই সঙ্গে ৪-৫ কেজির সোনার বিকটুও উদ্ধার হয় তাঁর বাড়ি থেকে। এর পাশাপাশি ৬০০টি বন্দুক এবং প্রচুর মদের বোতল পাওয়া গিয়েছে।

রক্ত ঝরল ইডি-র, মার খেল সিআরপিএফ এবার ‘উপরমহলে’ যাবে রিপোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জানুয়ারিঃ এর আগে শাহজাহান শেখের গায়ে হাত দিতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয়েছে পুলিশকে। তবে তাতে প্রভাব কমেনি শাহজাহানের। তবে এবার কেন্দ্রীয় সংস্থা ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আক্রান্ত হতে হল তাঁর এলাকায় গিয়েই। ইডি-র মতো সংস্থার অফিসারদের মাথা ফাটল অনুগামীদের আক্রমণে। ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হল কেন্দ্রীয় বাহিনীর



গাড়ি। এবার এই ঘটনার রিপোর্ট যাচ্ছে দিল্লিতে। ইডি ও সিআরপিএফ উভয়েই এই ঘটনার রিপোর্ট দেবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষে কাছে। এদিকে, ঘটনার পর গোটা সন্দেশখালি কার্যত ঘিরে ফেলছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে এই ঘটনা সম্পর্কিত রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে সিআরপিএফ-এর তরফে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, এই ঘটনা খুবই গুরুত্ব দিয়ে দেখছে কেন্দ্র। বারবার কেন বাংলায় এমন ঘটনা ঘটছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। শুধু সিআরপিএফ



শাহজাহানের বাড়িতে যখন তারা যায়, তখন একদল লোক এসে তাঁদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। আক্রমণের মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে আঘাতে মাথা ফেটে যায় দুই আধিকারিকের। বহু লোক এক জায়গায় জড় হয়েছিল, যাদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিলেন মহিলারা। সিআরপিএফ জওয়ানদের পর্যন্ত তোয়াক্কা করেনি ওই সব লোকজন। আহত আধিকারিককে সস্টলেকের হাসপাতালে ভর্তি করেছে হয়েছে। দুর্নীতির তদন্তে গিয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের এ হেন অবস্থায় কার্যত

সরকার ব্যর্থ হলে সংবিধান মোতাবেক ব্যবস্থা, কড়া বার্তা রাজ্যপাল বোসের



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জানুয়ারিঃ সন্দেশখালিতে তদন্তে গিয়ে তীব্র রোষান্বিতের মধ্যে পড়েছেন ইন্ডির অফিসাররা। হামলা হয়েছে তদন্তকারী অফিসারদের উপর। মাথা ফেটেছে ইন্ডি অফিসারদের। আক্রান্ত হয়েছেন সিআরপিএফ জওয়ানরাও। শুক্রবার ইন্ডি অফিসারদের উপর হামলার ঘটনায় এবার কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, হিংসা বন্ধ করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে সংবিধান মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সন্দেশখালিতে এদিন সকালে যে এনভিপ্রোত ও নজিরবিহীন হামলা হয়েছে ইন্ডির উপর, তা ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক বলেই মনে করছেন রাজ্যপাল বোস। এক ভিডিয়ো বার্তায় বাংলার সাংবিধানিক প্রধান বলেছেন, “একটি সভ্য সমাজের সরকারের দায়িত্ব এই বর্বরতা ও অশান্তি বন্ধ করা। যদি সরকার নিজের মৌলিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সংবিধান মোতাবেক ব্যবস্থা হবে। রাজ্যপাল হিসেবে আমি আমার সবরকম সাংবিধানিক বিধ্বস্ত মাথায় রাখছি। সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাংলার মানুষের সঙ্গে জঙ্গলরাজ করা যাবে না। বাংলা কোনও ব্যানানো রিপাবলিক নয়।” উল্লেখ্য, এই প্রথম নয়, এর আগেও বিভিন্ন সময়ে যখনই বাংলার কোনও প্রান্তে অশান্তির খবর এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে কড়া বার্তা দিয়েছেন রাজ্যপাল। পঞ্চায়েতে নির্বাচনের সময়েও যেখান থেকে অভিযোগ পেয়েছেন, সেখানে ছুটে গিয়েছেন। এদিন ভিডিয়ো বার্তায় রাজ্যপাল বলেন, “প্রাক নির্বাচনী হিংসা এখন থেকেই শুরু হল, এবং এখানেই এটা শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। সমাজে অশান্তি হলে, তার দায় সরকারের। সরকারের উচিত চোখ খুলে দেখা।” শুক্রবারের ঘটনায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের এই বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিকে সন্দেশখালিতে ইউ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই এনআইএ তদন্তের দাবি তুলতে শুরু করেছে বিজেপি। শাসক শিবির আবার পাল্টা বিজেপিকেই দৃষ্টি এই ঘটনার জন্য। তাদের বক্তব্য, বর্তমানে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে মানুষ ইন্ডি-সিবিআই ও বিজেপিকে আলাদা করে দেখছে না।

‘আপনাদের সঙ্গে গুলি-বন্দুক থাকে না?’, প্রশ্ন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জানুয়ারিঃ সন্দেশখালিতে অভিযানে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন ইন্ডির অফিসাররা। দুই ইডি অফিসারের মাথায় চোট লেগেছে। অফিসাররা ইন্ডিয়ান বাহিনীর জওয়ানরাও। শুক্রবার সকালের এই ঘটনা নিয়ে এবার মুখ খুললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, “রাজ্যপাল কেন ঘোষণা করছেন না যে, এ রাজ্যে সাংবিধানিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে?” তাঁর আরও প্রশ্ন, যদি তদন্তকারী মার খান, তাহলে তদন্ত কীভাবে হবে? উল্লেখ্য, যখনই ইডি বা সিবিআই-এর কোনও টিম কোথাও তদন্ত অভিযানে যান, সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও থাকেন। এদিনও সন্দেশখালির অভিযানের সময় ইন্ডির তদন্তকারী দলের সঙ্গে ছিলেন সিআরপিএফ-এর জওয়ানরা। এদিন সিবিআই আইনজীবীর উদ্দেশ্যে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, “আপনারা কী করছেন? আপনাদের সঙ্গে গুলি-বন্দুক থাকে না?” শুধু তাই নয়, এধরনের ক্ষেত্রে আরও বড়সড় টিম পাঠানোরও পরামর্শ দেন তিনি। এদিন সন্দেশখালিতে জনরোষের মধ্যে পড়ে ইন্ডির দু’জন অফিসার আক্রান্ত হয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের পরামর্শ, “২ জন অফিসারকে মেরেছে, ২০০ জনকে পাঠান।” সন্দেশখালির এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই শোরশোলা পড়ে গিয়েছে গোটা রাজ্য। এবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন। এই ধরনের ক্ষেত্রে আরও বড় মাপের টিম তদন্ত অভিযানে পাঠানোর পরামর্শ দিলেন তিনি।

‘ইডি অভিযানের কথা জানতই না পুলিশ’! সন্দেশখালি নিয়ে বিস্ফোরক দাবি নবাবের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জানুয়ারিঃ সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে অভিযানে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন ইডি আধিকারিকেরা। দুই ইডি আধিকারিকের মাথাও ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে থাকা সিআরপিএফ জওয়ানও। গোটা ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হস্তক্ষেপ দাবি করছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এনআইএ তদন্তেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, ঘটনার পরে এই প্রথম প্রতিক্রিয়া জানানো হল নবাবের তরফে। নবাবের দাবি, ইডি-র এই অভিযানের কথা জানতই না রাজ্য পুলিশ। তবে হামলার ঘটনার কথা জানার ৩০ মিনিটের মধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হয় রাজ্য প্রশাসনের তরফে। নবাব সূত্রের দাবি, শুক্রবার সকাল ৯ টা নাগাদ ইন্ডির আধিকারিকদের উপরে হামলার খবর আসে রাজ্যের উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকদের কাছে খবর আসে। যদিও তার আগেই খবর পাওয়া মাত্রই রাজ্য পুলিশ গিয়ে ইডি এর আধিকারিকদের উদ্ধার করে। রাজ্য পুলিশ খবর পাওয়ার ৩০ মিনিটের মধ্যে উদ্ধার অভিযানে নেমেছিল বলে দাবি নবাব সূত্রে। জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলে প্রথমে পৌঁছেন এসডিপিও। তারপরে এসপি-কে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বর্তমানে এডিজি সাউথ বেঙ্গলও ঘটনাস্থলে রয়েছেন। তিনি গোটা বিষয়টি মনিটর করছেন। রাজ্য পুলিশের কাছে খবর আসার পরে আর কোনও ঘটনা বা কোনও হামলার খবর জানিয়েছে নবাব। ব্যারাকপুর থেকে অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স পাঠানো হয়েছে। নবাব সূত্রের দাবি, ইডি আধিকারিকদের অভিযানের কথা জানতই না রাজ্য পুলিশ।

৪২১ থেকে কংগ্রেস নামছে মাত্র ২৫৫-য়? বাংলা-সহ কোন রাজ্যে ক’জন প্রার্থী?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বৃহস্পতিবারই, জানা গিয়েছিল আসন্ন লোকসভা, ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলির সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে কংগ্রেসের খসড়া তালিকা চূড়ান্ত। কংগ্রেস নেতা তথা ইন্ডিয়া জোট কমিটির আহ্বায়ক মুকুল ওয়াসনিক অবশ্য জানিয়েছেন, তাঁদের দল মোট কতগুলি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সেই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। জোট শরিকদের সঙ্গে কথা বলেই, তা চূড়ান্ত করা হবে। তবে সূত্রের খবর, ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের চাপের মধ্যে, কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব, দলের রাজ্য শাখাগুলিকে লোকসভা নির্বাচনের জন্য মাত্র ২৫৫টি আসনে লড়াইয়ের জন্য মনোনিবেশ করার নির্দেশ দিয়েছে। ২০১৯-এ কংগ্রেস লোকসভার মোট ৫৪৫টি আসনের মধ্যে ৪২১টি আসনে লড়েছিল, বাকিগুলি ছেড়ে দিয়েছিল তৎকালীন জোট শরিকদের জন্য। যদিও জিতেছিল মাত্র ২২টিতে। এবার সেই তুলনায় অনেক কম সংখ্যক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে জাতীয় কংগ্রেস। সূত্রের খবর বৃহস্পতিবারই, এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক এবং বিভিন্ন কংগ্রেস ইনচার্জ, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিদের এবং

কংগ্রেস লোকসভা পার্টির নেতাদের একটি শরিকরা, অর্থাৎ, জেডিইউ এবং আরজেডি-র সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে আসন ভাগাভাগি করতে রাজি। ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস নেতারা জানিয়েছেন, রাজ্যের মোট ১৪টি আসনের মধ্যে ৮০টি আসনের কংগ্রেস শরিক দলগুলির সঙ্গে উপযুক্ত সংখ্যক আসন ভাগ করে নেওয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট। তবে, এই বিষয়ে এখনও ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা এখনও বাধা গত কয়েকদিনে, কংগ্রেসের রাজ্য শাখাগুলির সঙ্গে আসন ভাগাভাগির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছে দলের পাঁচ সদস্যের জাতীয় জোট কমিটির সদস্যরা। প্রত্যেক রাজ্য শাখা জানিয়ে দিয়েছে, তারা ক্যাট করে আসনে প্রার্থী দিতে চায়। সূত্রের খবর, বিহারের কংগ্রেস নেতারা রাজ্যের মোট ৪০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১০ থেকে ১২টি আসনে প্রার্থী দিতে চায়। বাম দলগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে তাঁরা ২৫টি আসন দাবি

করেছেন। তবে, ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য শরিকরা, অর্থাৎ, জেডিইউ এবং আরজেডি-র সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে আসন ভাগাভাগি করতে রাজি। ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস নেতারা জানিয়েছেন, রাজ্যের মোট ১৪টি আসনের মধ্যে ৮০টি আসনের কংগ্রেস শরিক দলগুলির সঙ্গে উপযুক্ত সংখ্যক আসন ভাগ করে নেওয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট। তবে, এই বিষয়ে এখনও ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা এখনও বাধা গত কয়েকদিনে, কংগ্রেসের রাজ্য শাখাগুলির সঙ্গে আসন ভাগাভাগির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছে দলের পাঁচ সদস্যের জাতীয় জোট কমিটির সদস্যরা। প্রত্যেক রাজ্য শাখা জানিয়ে দিয়েছে, তারা ক্যাট করে আসনে প্রার্থী দিতে চায়। সূত্রের খবর, বিহারের কংগ্রেস নেতারা রাজ্যের মোট ৪০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১০ থেকে ১২টি আসনে প্রার্থী দিতে চায়। বাম দলগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে তাঁরা ২৫টি আসন দাবি

কংগ্রেসকে, তাদের গতবার জেতা দুটি লোকসভা আসনের বাইরে একটিও আসন ছাড়তে রাজি নয়। প্রশ্নে কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী এই ‘দয়ার দান’ নিতে নারাজ। সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতারা হাইকমান্ডের কাছে রাজ্যে অন্তত ছয়টি আসন প্রার্থী দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে, সরকারি ভাবে কোনও জোট না হলেও, বেশ কয়েকটি রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে জোট বেঁধেছিল কংগ্রেস। বিহারে আরজেডি, মহারাষ্ট্রে এনসিপি, কর্ণাটকে জেডিএস, ঝাড়খণ্ডে জেএমএম এবং তামিলনাড়ুতে ডিএমকে। বিহারের ৪০টি আসনের মধ্যে মাত্র ৯টিতে প্রার্থী দিয়েছিল কংগ্রেস। ঝাড়খণ্ডের ১৪টি আসনের মধ্যে ৭টিতে, কর্ণাটকের ২৮টি আসনের মধ্যে ১টিতে, মহারাষ্ট্রের ৪৮টি আসনের মধ্যে ২৫টিতে এবং তামিলনাড়ুর ৬৯টি আসনের মধ্যে ৯টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কংগ্রেস। আর উত্তর প্রদেশে ৮০টি আসনের মধ্যে ৭০টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কংগ্রেস। আসন্ন নির্বাচনে, দিল্লি, পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র এবং উত্তর প্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে আসন ভাগাভাগি নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারে কংগ্রেস। শেষ পর্যন্ত কী হয়, সেটিই দেখার।

‘মমতা দিদির দীর্ঘায়ু, সুস্থতা কামনা করি’

মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জানুয়ারিঃ আজ, ৫ জানুয়ারি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। তবে এই দিনে সমস্ত রাজনৈতিক মতনৈকা পিছনে সরিয়ে রেখে তাঁকে ‘দিদি’ সম্বোধন করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ, শুক্রবার সোশাল মিডিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেছেন নরেন্দ্র মোদি। সংগ্রাম-আন্দোলনের প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগ্রামী নেত্রী থেকে রাজ্যের ক্ষমতায় আসা-একটা বড় ইতিহাস রয়েছে। ১৯৫৫ সালের ৫ জানুয়ারি জন্ম তাঁরা। সেই হিসেবে ৬৯ ছুয়ে ফেললেন জননেত্রী। কিন্তু বয়স বাড়লেও পথে নেমে রাজনীতি এখনও তিনি করেন। হেলায় হারাতে পারেন বহু যুবককে। এদিকে সরকারিভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন ৫ জানুয়ারি হলেও আজকের দিনটি তাঁর ‘আসল’ জন্মদিন নয়। নিজের লেখা ‘একান্তে’ বইতে আসল জন্মদিনের কথা নেত্রী লিখেছেন। নিজের জীবন নিয়ে অকপটে বইয়ের ৮৪ নম্বর পাতার শুরুতেই লেখা-‘মায়ের কথানুযায়ী দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিন সন্ধিপূজার সময় আমার জন্ম। তার তিনদিন আগে থেকে নাকি শুরু হয়েছিল একটানা প্রবল বৃষ্টি। আমি চোখ খোলার পর নাকি বৃষ্টি থেমে যায়।’ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২০১২ ও ২০২১ সালে ‘বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ১০০ জন ব্যক্তি’র তালিকায় জায়গা দেয় ‘টাইম’ ম্যাগাজিন। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট

সরকারকে হারিয়ে ক্ষমতায় আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৬ সালে ‘ইন্ডিয়া এগেইনস্ট কোরাপশন’ যে জনমত সংগ্রহ করেছিল, তাতে তিনি ‘ভারতের সবচেয়ে সং রাজনীতিবিদ’ হিসাবেও স্বীকৃতি পেয়েছেন। অন্যদিকে আজও গোটা বাংলা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আস্থাশীল এবং নিজের মেয়ে হিসাবেই মানে। আজ, শুক্রবার দলীয় নেতৃত্বের সকলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আর দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুশাল ঘোষ এজ্ঞ হাভুলে শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েও লিখেছেন, ‘তৃণমূলনেত্রীর আসল জন্মদিন দুর্গাষ্টমীতে। তাঁর মা সেই দিনটাই মানতেন। তবু প্রতি বছর ৫ জানুয়ারির দিনটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন হিসেবে পালিত হয়।’ রাজনীতি আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসূত্রে গাথা। কালীঘাটের ছোট

টালির চালের বাড়িতে কতবছর ধরে লড়াই-আন্দোলন করে আজ দেশের একমাত্র মহিলা বিরোধী নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী। তাই তো নিজের এক্স হ্যাভেভলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা দিদিকে নিজের অনেক শুভেচ্ছা। প্রার্থনা করি সুস্থ ও দীর্ঘ জীবনের।’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর কোটি কোটি বাঙালি আজ তাকিয়ে আছেন। তাকিয়ে আছেন লক্ষ লক্ষ যুবক। তাঁদের অনেক আশা। বীরভূমের সাধারণ কুসুম গ্রামের মেয়ে গায়ত্রীদেবীর কন্যা আজ বাংলার মানুষের ভরসার জায়গা। জনগণই তাঁকে ‘দিদি’ নামটি দিয়েছেন। বাংলার নিজের মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এটাই বড় প্রাপ্তি।

ইডি-র ওপরে হামলা রাষ্ট্রপতি শাসন জারির ফিট কেস! আইনশৃঙ্খলা অবনতি নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা অধীরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জানুয়ারিঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশিতে গিয়ে ইন্ডির আধিকারিকদের রক্তাক্ত হওয়ার ঘটনা নিয়ে বিরোধী দলনেতা কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে। তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন অমিত শাহের পাশাপাশি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে। এদিন সেই ঘটনা নিয়েই তৃণমূল সরকারকে নিশানা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। ইন্ডি়া আধিকারিকদের ওপরে হামলা নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “এরা বিচারপতির বাড়ির বাইরে পোস্টার মারছে, বিচারপতিদের ভয় দেখাচ্ছে।” সুযোগ পেলে তারা বিচারপতিদের ওপরেও হামলা করবে বলে মন্তব্য করেছেন অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, “এদিনের ঘটনা রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির জন্য ফিট কেস।” তিনি এদিন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল সরকারকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেন। অধীর চৌধুরী এদিন

আরও বলেছেন, “ক্ষমতাসীন সরকারের গুণ্ডারা যখন ইন্ডির আধিকারিকদের ওপরে হামলা করে, তখন স্পষ্ট যে দেশে কোনও আইনশৃঙ্খলা নেই।” আজ আক্রমণ করছে ইন্ডিয়া দলনেতা কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পাশাপাশি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে। এদিন সেই ঘটনা নিয়েই তৃণমূল সরকারকে নিশানা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। ইন্ডি়া আধিকারিকদের ওপরে হামলা নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “এরা বিচারপতির বাড়ির বাইরে পোস্টার মারছে, বিচারপতিদের ভয় দেখাচ্ছে।” সুযোগ পেলে তারা বিচারপতিদের ওপরেও হামলা করবে বলে মন্তব্য করেছেন অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, “এদিনের ঘটনা রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির জন্য ফিট কেস।” তিনি এদিন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল সরকারকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেন। অধীর চৌধুরী এদিন

তিনি বলেছেন, “ক্যামেরার সামনে যাকে টাকা নিতে দেখা গিয়েছে, পরিবারের অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, তেমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।” প্রসঙ্গত এদিন ভোর থেকে রেশন দুর্নীতির তদন্তে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান শুরু করে ইডি। সেই তালিকায় সন্দেশখালির দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা তথা জেলা পরিষদের কর্মাক্ষ শেখ শাহজাহানও। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরে দরজা না খোলার ক্ষেত্রে বাহিনীর জওয়ানরা শেখ শাহজাহানের দরজার তালা ভাঙতে হান। সেই সময় এলাকা ঘিরে ফেলে শেখ শাহজাহানের অনুত্বারা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়ি ভাঙুর করা হয়। হামলায় সিনি ইডি আধিকারিকের মাথা ফাটে। ইন্ডির দলে আসিস্টেন্ট ডিরেক্টরও ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। হামলা থেকে বাদ যায়নি সংবাদ মাধ্যম এবং তাদের গাড়িও। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের ওপরে হামলা করা হয়। পরে হামলায় আহত ইন্ডির আধিকারিকদের কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।



এবার নবান্নের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আঁটশাট করতে চালু হচ্ছে চিপকার্ড

দূরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নবান্নে জিপিএস সিস্টেমের সাহায্যে কর্মীদের গতিবিধি ট্র্যাক করা হবে। এবার থেকে সাধারণ কর্মচারী এবং অফিসাররা কে কার ঘরে ঢুকছে-বেরচ্ছে, তার উপর সর্বক্ষণ নজরদারি চালানো হবে। এর জন্য নতুন চিপ কার্ড চালু হচ্ছে। এবার থেকে নবান্নের কর্মীদের সবসময় সেই কার্ডটি সঙ্গে রাখতে হবে। বিনা প্রয়োজনে কোন কর্মী নিজের দপ্তর ছেড়ে অন্য দপ্তরে যেতে পারবেন না। এমনকী এক তলা থেকে অন্য তলায় যাওয়াও বারণ।কোনও কর্মীকে দেখে সন্দেহ হলেই নবান্নের নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁদের পরিচয়পত্র যাচাই করে দেখবেন। কারণ দর্শাতে না পারলে পত্রপাট সেখান থেকে বিদায় করে নেওয়া হবে। নিয়ম-শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য শাস্তির মুখে পড়তে পারেন অবাধ্য কর্মীরা। নবান্ন সূত্রের খবর, কোন কর্মী কোন দপ্তরে কাজ করেন তার যাবতীয় তথ্য কার্ডের চিপে ভরা থাকবে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে প্রশাসনিক মহলে।এমনিতেই



সরকারি পরিচয়পত্র না থাকলে নবান্নে কেউ প্রবেশ করতে পারেন না। গেট দিয়ে ঢোকার সময় ল্যাগেজ স্ক্যানারে ব্যাগপত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়। কিন্তু নবান্নের ভিতরে কর্মীরা কে কার ঘরে ঢুকছেন তার উপর সে অর্থে

কোনও নজরদারি ছিল না। তাই এই খবরে কিছুটা হলেও অস্বস্তি পড়েছেন সাধারণ কর্মীরা।নবান্নের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রাজ্য পুলিশের এক শীর্ষ কর্তার ব্যাখ্যা, নবান্নে আঁটসাট নিরাপত্তা থাকলেও সিএমও অফিস, স্মরাষ্ট্র, অর্থ সহ

বিভিন্ন দপ্তর থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাইরে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। সরকারি গোপন তথ্য বাইরে পাচার করার পিছনে নবান্নের এক শ্রেণীর কর্মী এবং আধিকারিকদের হাত থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। লোকসভা ভোটের আগে যাতে এ

নিয়ে সরকারকে নতুন করে বিভ্রম্ননায় পড়তে না হয় তার জন্যই প্রতিটি কর্মীকে এখন থেকে ম্যান-মার্কিং করা হবে।চিপ কার্ড চালু করার পাশাপাশি নবান্নের প্রতিটি ফ্লোরে নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা আরও বাড়ানো হচ্ছে। কে কোথায় যাচ্ছে তা রেজিস্ট্রার খাতায় লিখে রাখবে পুলিশ। নবান্নে যত দপ্তর রয়েছে প্রতিটি অফিসের সামনে অফিস চলাকালীন পুলিশ প্রহরা বসানো হবে। তার পাশাপাশি কন্ট্রোল রুম থেকে সিসিটিভিতে নজরদারি চালানো হবে। সন্দেহজনক কোনও গতিবিধি নজরে এলেই সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকদের সতর্ক করে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, কর্মীদের নিয়মানুবর্তিতা এবং হাজিরা সুনিশ্চিত করতে সম্প্রতি নবান্নের প্রতিটি ফ্লোরে ফেস রেকগনিশন ক্যামেরা বসেছে। তাতে কর্মীদের হাজিরা সুনিশ্চিত হলেও নতুন সিস্টেমে অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন বলে অভিযোগ করছেন। মাঝে মধ্যেই এই ক্যামেরা কর্মীদের মুখ রিড করতে পারছে না বলে জানা গিয়েছে।

লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রবি থেকে রাজ্য সফরে ‘ফুল বেধে’

দূরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এখনো মাস দু’য়েক বাকি বেরের ১৮তম লোকসভা নির্বাচন যোগগরা। ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আগামী সপ্তাহ থেকেই কমিশনের ফুল বেধে রাজ্যওয়াড়ি সফর শুরু করছে।শুক্রবার কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী সপ্তাহে তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে শুরু হবে কমিশনের রাজসফর। আগামী ৭ থেকে ১০ জানুয়ারি দক্ষিণ ভারতের ওই দুই রাজ্যে ঘুরে ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার অনুপমভূ পান্ডে এবং অরুণ গোলেল। তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে ভোটের প্রস্তুতির খতিয়ান নেবে কমিশনের ফুল বেধে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার বৈঠক করতে পারেন সংশ্লিষ্ট দুই রাজ্যের জেলাশাসক এবং জেলা পুলিশ সুপাদের সঙ্গেও।

কোন ছবি দিয়ে অভিনয়ে আসেন দীপিকা? কে ছিলেন প্রথম নায়ক! জানেন?

দূরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ পটলচেড়া চোখ, গালে টোল পড়া বাঁকা হাসি! ‘ওম শান্তি ওম’ ছবিতে শাহরুখের পাশে নজর কেড়ে নিয়েছিলেন দীপিকা পাট্টরকোনা। সেই সময়, ‘ওম শান্তি ওম’-এর ‘শান্তি’ ওরফে দীপিকা হয়ে উঠেছিলেন ন্যাশনাল ক্রাশ। একের পর এক সুপারহিট ছবি দিয়ে এখন দীপিকা বলিউডের সেরা অভিনেত্রীদের একজন। কিন্তু জানেন কি যে ‘ওম শান্তি ওম’ বক্স অফিসে ব্যড তুলেছিল, সেই ছবি মোটেই দীপিকার প্রথম ছবি নয়!২০০৭ সালে মুক্তি পায় ‘ওম শান্তি ওম’। কিন্তু তাঁর এক বছর

কুলতলিতে বাঘের আতঙ্ক

সারারাত পাহারা দিলো গ্রামবাসী ও বনকর্মীরা



উজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলিঃ আবার কুলতলিতে বাঘের আতঙ্কে সারারাত পাহারা দিলো গ্রামবাসী ও বনকর্মীরা।স্থানীয় সুএে জানা গেল, বৃহস্পতিবার বিকালে মৈপীঠ উপকূল থানার পেটকুলচাঁদ ব্রীজ সংলগ্ন ভাসা গুডগুড়িয়া এলাকায় দেখতে পাওয়া গিয়েছে বাঘের খাবার ছাপও। স্থানীয় পুলিশ এবং বন দফতরের কর্মীরা এলাকা ঘিরে রেখেছেন। গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।সুন্দরবনের কুলতলি রুকের মৈপিঠ কোস্টাল থানা এলাকার পেটকুলচাঁদ জঙ্গলে বাঘ এসেছে বলে দাবি গ্রামবাসী দেব। ওই জঙ্গল সংলগ্ন এলাকাতেও বাঘ দেখা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে লোকালয়ে বাঘ দেখেন কয়েক জন বাসিন্দা।

তার পরেই খবর দেওয়া হয় বন দফতরকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশও।বাঘ দেখে আতঙ্কে স্থানীয়েরা। কেউ কেউ দাবি করেছেন, সকালের দিকে তাঁরা বাঘের খাবার ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন। তার পর বিকালে বাঘটিকেও এলাকায় দেখা গিয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমে জঙ্গলে বাঘের খাবার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। আর এক বাসিন্দা বলেন, সারারাত ধরে আমরা গ্রাম পাহারা দিয়েছি।স্থানীয়দের সতর্ক করে পুলিশের তরফে মাইকিং চলছে। বাঘটিকে গভীর জঙ্গলের দিকে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন বনকর্মীরা। তার আগে কেউ যাতে জঙ্গলের কাছে না যান,সেই

বন্দোবস্ত করা হয়েছে। জঙ্গল ঘিরে রেখেছেন বনকর্মীরা।শুক্রবার সকালে বাঘটিকে হেড়োতাঙা ৯ জঙ্গল ক্যাম্পাসে চলে গেছে বলে বন দফতর সুএে জানা গেল।তবে গ্রামে এখনো বনকর্মীরা, পুলিশ আছে।জাল দিয়ে জঙ্গল ঘিরে দেওয়া হয়েছে।তবে আতঙ্কিত এলাকার মানুষ।

কুলতলিতে বাঘের আতঙ্ক এই প্রথম নয়। অতীতে বার বার বাঘ ঢুকে পড়েছে সুন্দরবনের এই জঙ্গল লাগোয়া এলাকায়। সেই বাঘকে খুঁজে জঙ্গলে পাঠাতে কালঘাম ছুটেছে বনকর্মীদের। বাঘের হানায় প্রাণহানির ঘটনাও বিরল নয়। তাই বাঘ যত ক্ষণ না ধরা পড়ছে, আতঙ্ক কাটিছে না কুলতলির বাসিন্দাদের।

শুটিংয়ের জোড়া শিরোপা ছিনিয়ে নজির করল আকাশলীনা মজুমদার

মলয় সুরঃ ইচ্ছাপুর শুটার আকাশলীনা মজুমদার শুরু করেন পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতই। তবে তার উডানটা আর পাঁচজনের মতো নয় মোটেই। উত্তর ২৪ পরগনার ইচ্ছাপুর হয়ে মেয়েটার পা বাড়তে বাড়তে রাজা ছাপিয়ে ছুঁয়ে ফেলেছে দেশের রাজধানী নিউ দিল্লি তে জাতীয় শুটিংয়ের আসরে। ২০১৯ সাল থেকে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল শুটার পিপসাইট শুটিং অনুশীলন শুরু করেন। বাংলার এই মহিলা শুটার ২০২১ সালে আসানসোলে রাজ্য শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় জোড়া স্বর্ণপদক ও জোড়া তামিলভার পদক জেতেন। এরপর ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গ ওপেন এয়ার ওয়েপেন শুটিং চ্যাম্পিয়নশীপে হাওড়াতে পাঁচটিতে গোষ্ঠ পদক পেয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগত স্কোর করেন ৬৪৫ পর্যাট। তার নজর কাড়া পারফর্মেরে ডিভিক্ে আশা রাখছেন রাজ্য ও দেশকে আরো পদক এনে দিতে পারবেন। এটা তাঁর কাছে যথেষ্ট আনন্দদায়ক একটা ফলাফল। প্রসঙ্গত দিল্লিতে (২০২৪ সাল) নতুন বছরের জানুয়ারিতে জাতীয় শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার ট্রায়ালে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। আকাশলীনা

মজুমদারের এই সাফল্যে খুশি তার মা সঙ্গীতা মজুমদার। উল্লেখ্য সঙ্গীতা দেবী একজন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী। বাবা পার্শ্বসারথি মজুমদার উত্তর ২৪ পরগনা নোয়াপাড়া থানার অফিসার ইনচার্জ পদে আছেন। তারা থাকেন পুলিশ কোয়ার্টারে। পার্শ্ব বাবু বলেন খেলাধুলার প্রতি ওর ভালোবাসা দেখে ওকে কিছু বিষয়ে নজর দিতে বলি। আজ ও সফল হয়েছে দেখে খুবই আনন্দ হচ্ছে। আগামীতে আরও সাফল্য পাবে বলে আমার বিশ্বাস। আকাশলীনা সন্তলেকে এমেরিট ইউনিভার্সিটিতে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ফাইনাল ইয়ার। অথচ মাত্র ১৯ বছর বয়সে সে বহুমুখী প্রতিভার খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রথম দিকে ক্যারিটে তে ব্ল্যাক বেল্ট অধিকার করে। পাশাপাশি ডুয়িংএ ও জলরঙের ছবিতে পারদর্শিতা রয়েছে। শুটিংয়ে তার প্রশিক্ষক নিউ টাউন ট্রেনিং সেন্টারের প্রাক্তন অলিম্পিয়ান জয়দীপ কর্মকার। তবে শুটিংয়ের সাফল্য পাওয়ায় বাড়িতে সমর্থন পাচ্ছেন। তার মা বিভিন্ন জায়গায় তাকে নিয়ে যাওয়ার সর্বক্ষনের সঙ্গী। একটি একটু করে শুটিংয়ের প্রতিটি সোপান যেভাবে উঠে আসছেন তাতে মনে হচ্ছে আকাশলীনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।



দূরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সিন্দুরকে সামনে রেখে রাজ্য রাজনীতিতে পরিবর্তন এলেও, সিন্দুরের চাষিদের জীবনে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি। প্রসঙ্গত, কারখানা তৈরিতে জমি দিতে

সিন্দুরের অনিচ্ছুক চাষিদের আন্দোলনকে সামনে রেখেই রাজ্যে ‘পরিবর্তনের’ ডাক দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তী কালে সিন্দুরে টাটার কারখানার বিরুদ্ধে মামলাও করেছিল তাঁর

বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে শিশু মৃত্যু

দূরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বল ভেবে হাতে বোমা, মিড ডে মিল খেয়ে খেলতে গিয়েই ঝরল ছোট্ট প্রাণটা বল ভেবে বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনা রাজ্যে নতুন নয়। ভোট এলেই রাজ্যের বুকে লাগাতার দেখতে পাওয়া যায় এই ছবি। কিন্তু চৌয়াডাঙ্গা গ্রামে বোমাটি কে বা কারা রেখে গেল তা নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতড়। এলাকার রাজনৈতিক মহলেও চলছে চর্চা। দুপুরে মিড ডে মিল খেয়ে স্কুলের পাশেই ছোট্টছুটি করছিল। তখনই দেখে মাঠে বলের মতো কিছু একটা পড়ে রয়েছে। নিষ্পাপ মনে হাতে তুলে নিয়ে লোকলুপ্টিও শুরু করে ৭ বছরের বাচ্চাটা। আচমকা দেওয়ালে ছুড়তেই বিকট আওয়াজ। তাতেই খরে গেল প্রাণ। আওয়াজ শুনে এলাকার লোকজন দৌড়ে

এলেও শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালে নিয়ে গেল মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মুরশিদাবাদের দৌলতাবাদের চৌয়াডাঙ্গা গ্রামে। শোকের ছায়া গোটা এলাকায়।বোমার আওয়াজ পেয়ে এলাকার বাসিন্দারা যখন মাঠে দৌড়ে যান দেখা যায় সেখানে পড়ে রয়েছে মুকুলেশ্বরের ক্ষতবিক্ষত দেহ। এলাকার লোকজনই খবর দেন দৌলতাবাদ থানায়। পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে শি্দাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু, মৃত বলে ঘোষণা করে দেন চিকিৎসকেরা। বর্তমানে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে হাসপাতালের মর্গে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

কলকাতা জাদুঘরে বোমাতঙ্ক! ঘটনাস্থলে বশ্ব স্কোয়াড ও বিশাল পুলিশবাহিনী

দূরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কলকাতা পুলিশকে মেইল করে জাদুঘর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে।পুলিশ সূত্রের খবর, কলকাতা পুলিশের নিজস্ব ই-মেল আইডিতে একটি মেইল এসেছে ভোর চারটে নাগাদ। ‘টেরোরহিজার ১১১’ নামের এক সংগঠনের নামে পাঠানো ওই ইমেলে দাবি করা হয়েছে, তারা একটি জঙ্গি সংগঠন। কলকাতা জাদুঘরের একাধিক

জায়গায় তারা বোমা রেখেছে। সংবাদমাধ্যমে তাদের নাম না দিলে, অর্থাৎ তাদের প্রচারের আলোয় না আসলে জাদুঘর উড়িয়ে দেওয়া হবে।ইমেলে পাওয়ার পরই সক্রিয় হয়ে ওঠে কলকাতা পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে ছুটে যান পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। পাঠানো হয় বশ্ব স্কোয়াড। এমনিতে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের নিরাপত্তার দায়িত্বে প্রচুর পুলিশকর্মী মোতায়েন

থাকে। এদিন আরও বাহিনী পাঠানো হয়। দ্রুত মিউজিয়াম খালি করে দেওয়া হয়।আপাতত গোটা জাদুঘরে বোমার সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশের তরফে বলা হচ্ছে, একটি জরুরি অবস্থা তৈরি হওয়ায় জাদুঘরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তবে হঠাৎ পুলিশের এই তৎপরতায় জাদুঘরে আসা পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

বডিগার্ড ছাড়া ববিকে পেয়ে হেঁকে ধরল ওরা! তারপর প্রকাশ্যে কি ঘটল?

দূরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কাঁথ পর্যন্ত হালকা সোনালী রঙা কোকরানো চুল , দারুন ফিজিক, ৬ ফিট হাইট আর গুড লুক এক কথায় হিরো। চিকই তিনি সতিই হিরো, তিনি ধর্মেন্দ্র পুত্র ববি। বরসাত, সোলজার, বিজ্ঞ,গুপ্ত এক সময় সিলভার স্ক্রিনে ববির রাজ চলছে। তারপর হঠাত-ই যেন কোথায় হারিয়ে যান তিনি।ববি দেওল একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তিনি কাকের জন্য অনেকবার আর্জি জানিয়েছিলেন। তবে কেউই সেভারে সাড়া দেননি। যদিও তাতে আজ আর কোনও আক্ষেপ নেই ববির। বহু বছরের অপেক্ষার পর ওটিটিতে ‘আশ্রম’ দিয়ে কান্নাকর করেন তিনি।সম্প্রতি ‘আনিম্যাল’-এ সংলাপবহীন ভিলেন হিসেবে ‘বিগ স্ক্রিন কামব্যাক’ চমকে দিয়েছে সকলকে। সেই ভাললাগার প্রতিফলন দেখা দিল ভক্তদের মধ্যেও। আনিম্যালের অত্রাকে কাছে পেয়ে মুহূর্তে তাঁকে ঘিরে ধরলেন ভক্তরা।এমন যে হতে পারে তা হয়ৎ অভিনেতা নিজের ভাবেনি। একের পর এক সেলফি, হাত মেলাতে চাইছেন কত মানুষ। ভিড়ে যখন বাড়ছে অস্বস্তি, ঠোটের হাসিটা তিনি মেলাতে দিলেন না। বরং



তাঁর এয়োরপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসার ভাইরাল ওই ভিডিয়ো পরতে-পরতে প্রমাণ করল, তিনি কতটা উপভোগ করছিলেন সেই মুহূর্তটা। কাউকে দূরে সরিয়ে দিলেন না। দৌড়ে গাড়িতে উঠেও গেলেন না। ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশংসার ঝড়। আনিম্যালের সাফল্যের পর বলিউড ববি দেওলকে কতটা কদর করতে চলেছে, তা জানা নেই তবে দক্ষিণী সিনে জগতে যে তিনি চর্চায় আছেন তা জানা গিয়েছে ইতিমধ্যেই ববির কাছে পৌঁছে গিয়েছে তিন ছবির প্রস্তুাব, খবর অন্তত তেমনটাই। শোনা যাচ্ছে, যার মধ্যে প্রথমটি গ্রহণও করে নিয়েছেন তিনি।

মাধ্যমিকে বসতে হলে মানতে হবে এই নিয়ম! জানিয়ে দিন পর্ষদ

দূরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ চলতি বছর যে সমস্ত পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক দিচ্ছে তাদের জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল পর্যদ। চলতি বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ।পরীক্ষার প্রায় ২৫ দিন আগেই এই বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। বর্ধিত সময়ের মধ্যে যে সমস্ত শিক্ষার্থী অ্যাডমিট কার্ডের জন্য রেজিস্ট্রেশন করবে না, তাদের মাধ্যমিকে বসতে দেওয়া হবে না বলেই জানিয়ে দিল পর্যদ। বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশ দিয়েছে মধ্যািক্ষা পর্যদ।

চলতি বছর যে সমস্ত পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক দিচ্ছে, তাদের অ্যাডমিট কার্ড রেজিস্ট্রেশন করার শেষ দিন ছিল ৩১ ডিসেম্বর ’২৩। এই সময়সীমার মধ্যে বহু স্কুল এখনও পড়ুয়াদের অ্যাডমিট কার্ড রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেনি। স্কুলগুলির আবেদনের ভিত্তিতে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে পর্যদ। পর্যদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, “উদাসীনতা ও গাফিলতির কারণে সময়সীমার মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেনি স্কুলগুলি। পড়ুয়াদের কথা ভেবে আমরা আরও একটি সুযোগ দিলাম। ওই সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ না হলে আর পরীক্ষায় বসতে পারবে না সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীরা।” তবে, পর্যদের এই বিজ্ঞপ্তিতে সম্পূর্ণভাবে সহমত নয় স্কুলগুলি। রেজিস্ট্রেশন না করে উঠতে পারার কারণ হিসাবে পড়ুয়াদের গাফিলতিকেই দায়ী করছে স্কুলগুলি।

তৃণমূল কাউন্সিলের বিরুদ্ধে এক কোটি টাকা তোলা চাওয়ার অভিযোগ

দূরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ তৃণমূল কাউন্সিলের বিরুদ্ধে এক কোটি টাকা তোলা চাওয়ার অভিযোগ অভিযোগের সত্যতা বিচার করার সময় এখনও আসে নি। কিন্তু একটা বিষয় চিক, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্শ্ব চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবীর ফ্ল্যাটে যে কোটি কোটি টাকা অমরা দেখেছি। তারপর থেকে রাজনীতিকদের কাছে এক কোটি টাকাটা যেন কিছুই না। তবে এবারের ঘটনাটি অন্য মাত্রা পেয়েছে। ঘটনাটি মেট্রোবৃকজ বিধানসভার অন্তর্গত কলকাতা পুরসভার ১৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের – যে ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলার ফরিদা পারভীন। কনস্ট্রাকশন লিমিটেড কোম্পানির কর্ণধার তথা তৃণমূল সমর্থক দেলোয়ার খান্ডার সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগে করেন ১৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফরিদা পারভীন তার কাছ থেকে বিভিন্ন কারণে বারবার টাকা দাবি করেন। কাউন্সিলরের কথামতো তিনি অনেকবার টাকা দিয়েছেন। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নেওয়াটা তো এখনো রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। ব্যবসায়ী দেলোয়ার বলেন, বার বার টাকা দেওয়ার বকলে কাউন্সিলারের চাহিদা গেছে বেড়ে। এবার



কাউন্সিলর ফরিদা পারভীন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে একটি বিল্ডিং এর ছাদ সেই সঙ্গে মার্কেট সম্পন্ন হওয়ার পরে পাঁচটি দোকান এবং এক কোটি টাকা দাবি করে বসেন। ব্যবসায়ী এই পরিমাণ টাকা দিতে অস্বীকার করলে কাউন্সিলর ফরিদা পারভিনের লোকজন রীতিমতো দেলোয়ারকে চাপ দিতে থাকে বলে অভিযোগ। আরো অভিযোগ টাকা না দেওয়ায় অবশেষে মিথ্যা অভিযোগ এনে জোরকরে কনস্ট্রাকশনের জন্য নেওয়া

ব্যবসায়ীর জয়গাটি জেসিপি দিয়ে খনন করিয়ে দেন কাউন্সিলার । এই বিষয়ে তিনি প্রশাসনকে বার বার জ্ঞানিয়েছেন। কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। তখন অবশেষে ব্যবসায়ী দেলোয়ার খান্ডার সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হন। সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সাংবাদিকদের মাধ্যমে এই বিষয়টি জনসমক্ষে আনার আবেদন জানান না দেওয়ায় অবশেষে মিথ্যা অভিযোগ এনে জোরকরে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা

করেন। আমরা ১৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফরিদা পারভীনকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু যোগাযোগ করা যায়নি। তৃণমূল সমর্থক ব্যবসায়ী বলেন, তার যথেষ্ট আস্থা আছে। তবু তিনি সিআইডি তদন্তের দাবি জানান। তিনি এই মুহূর্তে ভীষণ ভীত ও সন্ত্রাস্ত। তিনি চান উদ্ভেক্তন কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বিষয়টি দ্রুত সমাধান হয়ে যাক।



১০-১৪ জানুয়ারি সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা উপলক্ষ্যে বাংলা আকাদেমিতে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাত্যহিক বৃক্ষ, সুবোধ সরকার প্রমুখ। ছবি-সৌরভ দত্ত।

অভিযোগ পেয়ে ভূমি সংস্কার আধিকারিক এবং রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে ফোন শতাব্দীর

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৫ জানুয়ারি : শুক্রবার বিকেলে কম্বী বৈঠক ছিল বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়ের। সেখানে পরিষেবা এবং সরকারি আধিকারিকের অসহযোগিতার অভিযোগ পেয়ে কাল বিলম্ব করেন নি সাংসদ। কম্বী বৈঠক থেকেই রক্তের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক এবং রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ফোন করে ব্যবস্থা নিতে বললেন। মানুষের ক্ষোভ নিরসনে দৃষ্টি বিষয় দেখার জন্য কমিটি গঠন করলেন এদিন। মানুষের অভিযোগ পেয়ে মুরারই ব্লক স্বাস্থ্য হাসপাতালে পরিষেবা নিয়ে মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিককে ফোন এবং পাশাপাশি, রক্তের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অসহযোগিতা নিয়ে তাকে ফোন করায় এলাকার মানুষ স্বাভাবিক ভাবে খুশি। তারা জানেন কাজের মানুষ তাদের সাংসদ। এদিন বিগত নির্বাচনের চূলচোরা বিশেষণের পাশাপাশি, দলীয় অভিমান ও ব্যক্তিগত রাগকে সরিয়ে লোকসভা ভোটের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে বলে নির্দেশ দেন সাংসদ। তিনি বলেন, মুরারইয়ে এমপি ল্যান্ড থেকে এবং বিধায়ক তহবিলের টাকায় প্রচুর ভোটার কাজ হয়েছে। প্রকৃত অর্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা বাংলার জন্য প্রচুর কাজ করেছে। সামাজিক ক্ষেত্রে এই কাজ এক পরিবর্তন এনেছে। তাই বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেনেন। তাই ভোট যেন না ভাগ হয় সেটা দেখতে হবে। মানুষের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কথা বললেই তা হবে। এদিন মুরারই দুই ব্লকের পাইকর কার্যালয়ে পাইকর এক এবং দুই (জাজিগ্রাম) পঞ্চায়েতের সাংগঠনিক বৈঠক হয় দুই পর্যায়ে। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য, বৃথ ও অঞ্চলের নেতৃত্ব মিলে মোট একশো ত্রিশজন নিয়ে কম্বীসভা হয়। সেখানে বিধায়ক মৌসাররফ হোসেন এবং সাংসদ শতাব্দী রায়, রক্তের সাধারণ সম্পাদক তথা একদ্রাকপূর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ সহীদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। এদিনের বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজিত প্রার্থী এবং প্রাক্তন নতুন সবাইকে নিয়ে এক সাথে বৈঠক করে সর্বশেষ পরিস্থিতি জরিপ করা হয়।



আজ থেকে শুরু হলো শিলিগুড়িতে সারস মেলা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এবং পঃঃ সরকারের পঞ্চায়েত ও প্রাতিময়ন দপ্তরের উদ্যোগে এদিন অনুষ্ঠিত হলো ষষ্ঠ দার্জিলিং সারস মেলা।র শ্রুত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের মেলা প্রাঙ্গনে আজ থেকে শুরু হল দার্জিলিং সারস মেলা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র সৌমত দেব। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন উক্ত দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ কুমার মজুমদার। জাতীয় স্তরের হস্তশিল্পের রকমারি সস্তার নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই মেলা। হস্তশিল্পের রকমারি সস্তার নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এই মেলায় উপস্থিত হয়েছে। এদিন ছিল মেলায় শ্রুত উদ্বোধন। - সজল দাশগুপ্ত

ডাম্পার আটকে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : ওভারলোড বালি - পাথর বোঝাই ডাম্পার আটকে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন চন্দ্রপাসারী এলাকায় ওই ডাম্পার গুলিকে আটকে বিক্ষোভ দেখায় বাসিন্দারা। অভিযোগ দিলের পর দিন ওই ওভারলোড ডাম্পার কে ধিরে এলাকায় পথ দুর্ঘটনা বাড়লো। একাধিকবার পুলিশকে জানালেও পুলিশ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এদিন ডাম্পার গুলিকে আটকে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় প্রধাননগর থানার পুলিশ। পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনো।



কেশরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

CIN: L17114WB1999PLC089148

রেজিস্টার অফিস : ৪২, গার্ডেনস রোড, কলকাতা- ৭০০০২৪

সিটি অফিস : ৯/ ১ আর. এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা- ৭০০০০১

ফোনঃ ০৩৩ ২৪৬৯-৭৮২৫ / ৬৭৮৭ / ২৪৬৯ ৬৪৭২, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৪৬৯ ৬৭৮৮

ইমেল : office@kesoramtextiles.in/ kmtltext@gmail.com

ওয়েব সাইট : www.kesoramtextiles.in

অতিরিক্ত অনিরাঙ্কিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক ও নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩

ক্রম নং

বিবরণ

চলতি তিন মাস শেষে ৩১/১২/২৩ অনিরাঙ্কিত

পূর্ব তিন মাস শেষে ৩০/১২/২৩ অনিরাঙ্কিত

সমতুল্য তিন মাস শেষে পূর্ব বছরে ৩১/১২/২২ অনিরাঙ্কিত

চলতি নয় মাস শেষে ৩১/১২/২৩ অনিরাঙ্কিত

সমতুল্য নয় মাস শেষে পূর্ব বছরে ৩১/১২/২২ অনিরাঙ্কিত

পূর্ব বছর শেষে ৩১/১০/২৩ পরীক্ষিত

(লক্ষটাকা)

১.	মোট কারবার থেকে আয়	--	--	--	--	--	--
২.	মোট লাভ / (ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অস্বাভাব্য আইটেমের পূর্বে)	-৩৮.৭৯	-৩৮.৯৭	৪০.০৪	-১১৭.১৭	-৮৬৯.০৯	-৯৮১.৮৫
৩.	মোট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্বে, (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অস্বাভাব্য আইটেমের পরে)	-৩৮.৭৯	-৩৮.৯৭	৪০.০৪	-১১৭.১৭	-৮৬৯.০৯	-৯৮১.৮৫
৪.	মোট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অস্বাভাব্য আইটেমের পরে)	-৩৮.৭৯	-৩৮.৯৭	৪০.০৪	-১১৭.১৭	-৮৬৯.০৯	-৯৮১.৭৭
৫.	এই সময়ে অন্য মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) অন্যান্য সমন্বিত আয় (করের পরে)	-৩৫.৭২	-৩৫.৯১	৫৭.৩১	-১০৭.৯৮	-৮৪৭.২৭	২১.৮৯৫.৯০
৬.	ইকুইটি স্টোয়ার মূলদ	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (অতিরিক্ত আইটেমের পরে) (২ টাকা প্রতি)	-০.০৭	-০.০৭	০.১০	-০.২২	-১.৬৬	-১.৮৭
	মূল নিম্ন	-০.০৭	-০.০৭	০.১০	-০.২২	-১.৬৬	-১.৮৭

নোট :

ক) উপরোক্তটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিবাসের একটি নির্ধার সা SEBI (তালিকাভুক্ত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৪৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ দায়ের করা হয়েছে। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবাস ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.kesoramtextiles.in-এ পাওয়া যাচ্ছে।

খ) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৫ জানুয়ারী ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

কেশরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

স্বা /-

(জরুরি সোগনি)

কলকাতা

তারিখ : ৫ জানুয়ারি, ২০২৪

কেশরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

(জরুরি সোগনি)

কলকাতা

তারিখ : ৫ জানুয়ারি, ২০২৪

কেশরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

(জরুরি সোগনি)

কলকাতা

তারিখ : ৫ জানুয়ারি, ২০২৪

কলকাতা

তারিখ : ৫ জানুয়ারি, ২০২৪

DIN: 00121433

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভর করে বিভিন্ন ধরনের গাছের বীজ বিক্রি করে স্বনির্ভর হওয়ার পথ দেখাচ্ছেন শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ জানুয়ারি : সোশ্যাল মিডিয়ায় ভর করে বিভিন্ন ধরনের গাছের বীজ বিক্রি করে স্বনির্ভর হওয়ার পথ দেখাচ্ছেন পুরাতন মালদার শিক্ষক সৌমত পাল। রাজ্য তথা দেশের বাইরে এশিয়া, ইউরোপেও অনলাইনের মাধ্যমে গৌতমবাবুর সংরক্ষিত বিভিন্ন ধরনের গাছের বীজ ইতিমধ্যে রপ্তানির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাতে করে মাসে কমপক্ষে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা আয় করছেন পুরাতন মালদার নাবাগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা সৌমত পাল। সোশ্যাল মিডিয়ায় পাশাপাশি অনলাইনেও দেশ- বিদেশের বাজারে বিভিন্ন ধরনের গাছের বীজ বিক্রির পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন সৌমতবাবু। ইতিমধ্যে তার কাছ থেকে নিয়মিত অস্ট্রেলিয়া, নেপাল, বাংলাদেশ, চীন ও সৌদি আরব এই সমস্ত দেশের ব্যবসায়ী ও নার্সারি কর্তারা বীজ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। সম্পূর্ণ ব্যবসায় তিনি অনলাইনের মাধ্যমে করছেন। গৌতম পাল জানিয়েছেন, বীজ বিক্রির জন্য তাঁকে কোথাও যেতে হচ্ছে না। ঘরে বসেই তিনি এই ব্যবসার চালিয়ে যাচ্ছেন অনলাইন মাধ্যমে। বিভিন্ন সোশ্যাল মাধ্যমকে হাতিয়ার করে লাক্ষিয়ে লাক্ষিয়ে বাড়ছে ব্যবসা। দেশের প্রায় প্রতিটি নার্সারিতে তার বীজ ইতিমধ্যে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় বিশ্ববাজারে একাধিক দেশের বাজার দলল করছেন পুরাতন মালদার নাবাগঞ্জের বাসিন্দা সৌমত পাল। পুরাতন মালদার নাবাগঞ্জের বাসিন্দা সৌমত পাল পোষায় একজন স্কুল শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই বাগান



তৈরির শখ ছিল তাঁর। সেই থেকেই ঘরে ঘরে এই দিকে ঝুঁকে পড়া। গত তিন বছর ধরে তিনি এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনার্মেটালি বিভিন্ন গাছের বীজ সংগ্রহ করছেন। সেই বীজ বিক্রি করছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। আবার বিভিন্ন দেশের গাছের বীজ তিনি সংগ্রহ করছেন এবং সেই বীজ বিক্রি করছেন দেশের বাজারে। এভাবে তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন নতুন পদ্ধতির এই ব্যবসা। শুধুমাত্র বীজ বিক্রি করাই নয়। পাশাপাশি তিনি প্রশিক্ষণ দেন কিভাবে কুড়ি থেকে চারা গাছ তৈরি করা যায়। কিভাবে গাছের পরিচর্যা করতে হয়। এই সমস্ত বিষয় তিনি অনলাইন মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে তার এই অন্তিম ব্যবসা। যা থেকে অন্যান্য যুবকদের স্বনির্ভর হওয়ার পথ দেখাচ্ছেন সৌমতবাবু।

নবদ্বীপে ট্রেনের ধাক্কায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল বৃদ্ধ সহ দুজনের

দেবাসিধি কংসবণিক, নবদ্বীপ, ৫ জানুয়ারি : নবদ্বীপ ধাম ও কালিনগর স্টেশনের কাছে পৃথকভাবে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল বৃদ্ধসহ দুজনের। ঘটনার জেরে এলাকায় হুড়াল তীব্র চাঞ্চল্য। হাসপাতাল ও পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়, বৃদ্ধ সহ মৃত দুই জনের নাম তজনু শেখ (৪৬) ও নেপাল বিশ্বাস (৬৩)। দুজনেরই বাড়ি নবদ্বীপ ব্লকের মহিশূর গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্ডার চড়া ও কালিনগর ঠাকুরপাড়া এলাকায়। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়, বৃহস্পতিবার রাত প্রায় এগারোটটা নাগাদ নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের উত্তর দিকে রক্তাক্ত অবস্থায় এক বৃদ্ধকে লাইনের পাশে পড়েছিল তজনু শেখ নামক এক দিনমজুর। নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে টলহরত জিআরপি'র পুলিশ কর্মীরা দেখতে পেয়ে দ্রুত উদ্ধার করে নিয়ে যান নবদ্বীপ হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার

সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ মৃত্যু হয় তজনু শেখ নামক ওই দিনমজুরের। অপরদিকে শুক্রবার ভোরে নবদ্বীপ ব্লকের কালিনগর স্টেশনের কিছুটা দূরে লাইনের পাশে অটোচেনা অবস্থায় নেপাল বিশ্বাস নামক এক বৃদ্ধকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পড়শিদের সাহায্য নিয়ে উদ্ধার করে নবদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যবতর চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ ও জিআরপি সূত্রে জানতে পারা যায়, মৃত তজনু শেখ ছিলেন পেশায় একজন দিনমজুর। বৃহস্পতিবার রাতে কালিনগর রুপা ইটভাটা থেকে সপ্তাহের মজুরি টাকা নিয়ে ট্রেন ধরে নবদ্বীপে চলে আসেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান সত্ত্বত লাইন বেরোতে গিয়ে ডাউন কার্টোয়া লোকাল ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন। পরে টলহরত জিআরপি কর্মীরা দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার

বিড়ি শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি সহ নানা দাবি নিয়ে জনসভা অধীরের



তীর ভাষায় আক্রমণ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী।

পূর্ব রেলওয়ে

টোভার বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ইএল/এইচডব্লিউএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫৫৬, তারিখ : ০৪.০১.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানোজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিভারগ্রাম বিস্তিৎ, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১০১ নিম্নলিখিত ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ

ক্রম-১। টোভার নম্বর : ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৩৬৭। কাজের বিবরণ : এইচএল/এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৩৬৭। কাজের বিবরণ : হাওড়া ডিভিসনে রেল বিদ্যুত/গোটারি সেক্টর কল্ট্রোল/টাইমার-এর সাহায্যে পাল্পিং ইনস্টলেশনের অটোমেশন। টোভার মূল্যমান : ৩৫.৮১,৩৯৯ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) : ৭১,৬০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমা : ১২০ দিন। ক্রম-২। টোভার নম্বর : ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৩৬৮। কাজের বিবরণ : ৩৬ মাস সময়কালের জন্য হাওড়া ডিভিসনের সেনান কারগুটিতে স্টিক করা বিভিন্ন নির্মাণ ও ক্ষমতার ইন্টারটর ও নন-ইন্টারটর টাইপ স্পিট ডিভিসনে রেলের মেশিনের সামগ্রিক রক্ষাব্যবস্থাপন চুক্তি। টোভার মূল্যমান : ৪,৯০,৬৪৪ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) : ৯,৮০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমা : ৩৬ মাস। ক্রম-৩। টোভার নম্বর : ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৩৬৯। কাজের বিবরণ : শেডগুন্টিতে আরপিএফ পোস্ট-এর জন্য অফিস কাম ২০ শয্যাশিষ্ট আরপিএফ পোস্টের সংস্কার/শক্তিশালীকরণের সাথে সম্পর্কিত ইলেক্ট্রিক্যাল (জি) কাজ। টোভার মূল্যমান : ১১,৫২,৯৯৯ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) : ২৩,১০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমা : ১২ মাস। ক্রম-৪। টোভার নম্বর : ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৩৭০। কাজের বিবরণ : ব্যালেন্স, কাটোয়া, বন্ধনামা ও ১০ শয্যাশিষ্ট আরপিএফ ব্যারাকের নির্মাণ এবং ওলমোহর/হাওড়া-তে জি+২ লেভিজ ব্যারাকের ছাদের উপর জি+২ তলের সম্প্রসারণ-এর জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল সাপ্লাই কাজ। টোভার মূল্যমান : ১৫,৭৬,৮০৮ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) : ৩১,৫০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমা : ১২০ দিন। টোভার বছরের তারিখ ও সময় : ২৫.০১.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩.০০টা (ক্রম: ১ থেকে ৪ প্রতিদিন জন্য)। যদি টোভার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তথ্যের পরিবর্তন ঘটে থাকে তবে তা নির্দেশিত হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং : ইএলডি-৩০০-ডুসি-২৬-২০২৩-২৪, তারিখ : ০৫.০১.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ ডিভিডিজি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কান্টনাল স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪।

আমাদের অফিস ফোন : EasternRailway EasternRailwayheadquarter

বেদান্তিক টিআরডি পরিবর্তনের কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : টিআরডি-এলএমডি-২১ অফ ২০২৩-২৪, তারিখ : ০১-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নলিখিতকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টোভার নং : ইএলডি-৩০০-ডুসি-২৬-২০২৩-২৪। কাজের নাম : "নতুন ভারত বর্ষের" -এর অধীনে জারিয়ে দেওয়া পিচ(০৫) সংকেত লাইনের উপর নতুন এবং পুরনো নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি পরিবর্তনের কাজ।

নিম্নের বিস্তারিত টিআরডি এলএমডি-২১ অফ ২০২৩-২৪, তারিখ : ০৫.০১.২০২৪।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নতুন বছরের এই কাজগুলি করলে লক্ষ্মী থাকবে আপনারই ঘরে

পুরনো বছর ভালো গেল নাকি মন্দ, তা নিয়ে হিসাবনিকেশের শেষ নেই। তারই মাঝে হাজির নতুন বছর। আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি থেকে সুখসমৃদ্ধি যেন কোনও কিছুতেই খামতি না হয়, তা চান সকলে। কিন্তু কোন কোন কাজ করলে বাড়বে সমৃদ্ধি। বাস্তবায়ন মতে এই কাজগুলি করতে ভুলবেন না। নতুন বছরের প্রথম দিনে ঘুম থেকে উঠে পরিষ্কার জামাকাপড় পরুন। বাড়ির উত্তর পূর্ব দিকে যান। ভগবানকে প্রণাম করুন। বাড়ির পূর্ব দিকে যান। আগামী বছর কী কী করতে চান, তা ঝটপট লিখে রাখুন। বাড়ির মূল দরজায় স্বস্তিক চিহ্ন আঁকুন। জানলায় কোনও ভারী বস্তু রাখবেন না। বছরের প্রথম দিনে বাড়ি পরিষ্কার করে ফেলুন। আবর্জনা, অব্যবহার্য জিনিসপত্র যেন বাড়ির চৌহদ্দিতে না থাকে, সেদিকে খেয়াল



রাখতে ভুলবেন না। নতুন বছরের প্রথম দিনে কমলা, হলুদ, গোলাপি,

লাল কিংবা সোনালি রংয়ের পোশাক পরুন। ভূলেও নীল অথবা সাদা

রংয়ের জামাকাপড় পরবেন না। অবশ্যই নতুন বছরে কোনও মিষ্টি

রাজস্থানের করণপুর আসনে চলছে ভোটগ্রহণ, ভোট দিলেন মন্ত্রী সুরেন্দ্র পাল সিং

শ্রীগঙ্গানগর, ৫ জানুয়ারি : রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর জেলার করণপুর বিধানসভা আসনে চলছে ভোটগ্রহণ। শুক্রবার সকালে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ, সকাল সকাল ভোট দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী তথা রাজস্থানের মন্ত্রী সুরেন্দ্র পাল সিং। ভোট দেওয়ার আগে তিনি বলেন, আমি সরকারের প্রতিটি মেয়াদে মন্ত্রী ছিলাম, আমি ভৈরন সিং শেখাওয়াতের সময় মন্ত্রী ছিলাম, বসুন্ধরা রাজের মেয়াদে দুবার এবং এখন এই সরকারের অধীনেও,



তাই এটা নতুন কিছু নয়। আমার অভিজ্ঞতা দেখে দল যদি আমাকে

কোনও পদ ও সম্মান দেয় তাহলে এই অঞ্চলের জন্যও এটা গর্বের বিষয়। উল্লেখ্য, কংগ্রেস প্রার্থী গুরমিত সিং কুমারের মৃত্যুর পর এই আসনের নির্বাচন বাতিল হয়ে যায়। রাজ্যের ২০০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১৯৯টি আসনের জন্য ভোট অনুষ্ঠিত হয় ২৫ নভেম্বর এবং ৬ ডিসেম্বর ভোট গণনা হয়। অবশেষে শুক্রবার করণপুর বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হচ্ছে।

চিল্লাই কালান-এর অধীনে কাশ্মীর, ৬-৭ জানুয়ারি শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে উপত্যকায়

শ্রীনগর, ৫ জানুয়ারি : তুসর্ণ এই মুহূর্তে ৪০-দিন ব্যাপি চিল্লাই কালান-এর অধীনে, যা শেষ হবে আগামী ৩০ জানুয়ারি। এই মুহূর্তে কনকনে ঠান্ডার কাঁপছে জন্মু থেকে কাশ্মীর, লেহ থেকে দ্রাস-সর্বত্রই জমজমাট ঠান্ডা। কাশ্মীরের আবহাওয়া দক্ষতর জানিয়েছে, ৬-৭ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকতে পারে

কাশ্মীরে। এরপর ৮ জানুয়ারি সমতলে বৃষ্টি ও উচ্চ পাহাড়ে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দক্ষতরের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, ৯-১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সাধারণত শুষ্ক আবহাওয়া থাকতে পারে। সমগ্র কাশ্মীর এই মুহূর্তে কনকনে ঠান্ডার কাঁপছে, প্রবল শৈত্যপ্রবাহে

জনজীবন বিপর্যস্ত। ঠান্ডা থেকে বাঁচতে আগুনের তাপ কার মানুষজন। শ্রীনগর থেকে গুলমাগ, পহেলগাম থেকে কাজিগুন্দ সর্বত্রই হাড় কাঁপানো ঠান্ডা রয়েছে। হিমাক্ষের নীচে তাপমাত্রা থাকার কারণে জল জমে বরফ হচ্ছে কাশ্মীরে, শ্রীনগরের ডাল লোকে বরফের হালকা আন্তর জমে গিয়েছে।

শীতে কাঁবু দিল্লি-সহ গোটা উত্তর ভারত, ঘন কুয়াশায় বিঘ্নিত রেল ও উড়ান পরিষেবা



নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি : কনকনে শীতে কাঁপছে জাতীয় রাজধানী দিল্লি, শীতের দাপটে জ্বরথরু অবস্থা গোটা উত্তর ভারতজুড়ে। হরিয়ানা, পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে ঠান্ডা এতটাই বেশি যে সকালের দিকে

আগুনের তাপ নিতে দেখা যাচ্ছে মানুষজনকে। দিল্লির পাশাপাশি, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানেও জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে। মধুরাজ্যে এখন জমজমাট ঠান্ডা। এদিকে, খারাপ আবহাওয়া কারণে রাজধানী দিল্লিতে

শুক্রবারও সমস্যার মধ্যে পড়েছেন সাধারণ মানুষজন। উত্তর ভারতে ঘন কুয়াশা পরিস্থিতি-সহ বিভিন্ন কারণে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দিল্লিগামী ২২টি ট্রেন দেরিতে চলছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে - ভোপাল- নিজামউদ্দিন, ভুবনেশ্বর-নতুন দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, জন্মু তওয়াই-নতুন দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, পুরী-নতুন দিল্লি পুরুষোত্তম এক্সপ্রেস প্রভৃতি। পাশাপাশি উড়ান পরিষেবাও এদিন সকালে বিঘ্নিত হয়েছে। ইন্ডিগো

শরদ পাওয়ারের ভাইপোর ঠিকানায় ইডির হানা

মুম্বই, ৫ জানুয়ারি : ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির প্রধান শরদ পাওয়ারের ভাইপোর কাম্পানিতে শুক্রবার সকালে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অভিযান চালিয়েছে। এই কোম্পানিটি শরদ পাওয়ারের ভাইপো রোহিত পাওয়ারের বলে ইডি সূত্রে জানা

জানিয়েছে। মহারাষ্ট্র রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক কেলেক্সারিতে অর্থপাচার মামলার তদন্তের স্বার্থেই এই অভিযান চালায় ইডি। ইডির এক আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছে। ইডি জানিয়েছে, এদিন বারামাতি, পুনে, ওরঙ্গাবাদ এবং অমরাবতির অন্তত ছটি স্থানে তল্লাশি

চালানো হচ্ছে। বারামতি শহরের বারামতি এগ্রোর অফিসেও অভিযান চালানো হয়েছে। ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে মুম্বই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ (ইওডব্লু) শাখা এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল।

দক্ষিণবঙ্গে ফের বদলাবে আবহাওয়া, তিলোত্তমা থেকে উধাও হবে শীতের আমেজ

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফের আবহাওয়া পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথা জানাল অলিপুর আবহাওয়া দফতর। পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তর-পশ্চিমী হাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, পূর্বালী হাওয়ার প্রভাবে বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা। অর্থাৎ ফের ঠান্ডা কমবে পরিবর্তে বাড়তে পারে তাপমাত্রা। শুক্রবার একধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছেছে ১৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। অলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা ও সংলগ্ন



জেলাগুলিতে আপাতত সকালের দিকে হালকা কুয়াশা থাকবে। কলকাতায় বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া,

বীরভূম, দুই বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ পশ্চিমের এই সমস্ত জেলাগুলিতে ৬ তারিখ পর্যন্ত হালকা বৃষ্টি হতে পারে। মালদহ, দুই দিনাজপুর,

জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং অলিপুরদুয়ার উত্তরবঙ্গে এই সমস্ত জেলাগুলিতে ঘন কুয়াশা থাকবে। ৬ তারিখের পর বদলাবে পরিস্থিতি।

পশুপতিনাথ মন্দিরে পূজো দিলেন এস জয়শঙ্কর

কাঠমান্ডু, ৫ জানুয়ারি : নেপাল সফরের অন্তিম দিন, শুক্রবার কাঠমান্ডুর পশুপতিনাথ মন্দিরে পূজো দিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। শুক্রবার সকালে পশুপতিনাথ মন্দিরে গিয়ে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় পূজো দিয়েছেন এস জয়শঙ্কর। তিনি চারাগাছও রোপণ করেন, ভারত ও নেপাল দুই দেশের মঙ্গল কামনায় পশুপতিনাথ মন্দিরে পূজো দিয়েছেন তিনি। এদিন সকালে পশুপতিনাথ মন্দিরে পূজো দেওয়ার পর সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, পশুপতিনাথ মন্দির দর্শন করে ধন্য হলো। আমাদের দুই দেশের মঙ্গল এবং বন্ধনের জন্য প্রার্থনা করেছি। উল্লেখ্য, দুদিনের সফরে বৃহস্পতিবারই নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু পৌঁছন জয়শঙ্কর। শুক্রবার তার নেপাল সফরের অন্তিম দিন।

পর্বটন কেন্দ্র হতে চলছে ওল্ড খাল্লি টানেল

এই মাসেই প্রস্তুত হয়ে যাবে শিমলার জাখু মন্দিরের চলমান সিঁড়ি



বছর আগে নির্মিত ব্রিটিশ আমলের ওল্ড খাল্লি টানেলের সৌন্দর্য্যবোধের কাজ হবে শীঘ্রই শুরু হতে চলছে। সময়ের পরীক্ষায় টিকে থাকা এই

৩ দিনের সফরে গুজরাট যাচ্ছেন কেজরিওয়াল

লখনউ, ৫ জানুয়ারি : অনেক দিন ধরেই কুখ্যাত মাকিয়া বিনোদ উপাধ্যায়কে খুঁজে বেড়াচ্ছিল উত্তর প্রদেশ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। কিন্তু কিছুতেই নাগাল পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে সেই দুকৃত্তার হৃদিস পেতেই এনকাউন্টারে মারল উত্তর প্রদেশ পুলিশের এসটিএফ। নিহতের মাথার দাম ছিল এক লক্ষ টাকা। বিনোদ উপাধ্যায়কে মাকিয়া ঘোষণা করেছিল গোরক্ষপুর পুলিশ। তার মাথার দাম রাখা হয়েছিল এক লক্ষ টাকা। শুক্রবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ সুলতানপুর জেলায় এনকাউন্টার শুরু হয়, সেই এনকাউন্টারে জখম হয় বিনোদ, পরে তার মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার

এবারের ঠাণ্ডা হার মানালো গত ২৫ বছরকে! মাইনাস ৪৩.৬ ডিগ্রিতে কাঁপছে সুইডেন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ইউরোপের ছোট্ট দেশ সুইডেনে এবারের ঠাণ্ডা গত ২৫ বছরের সমস্ত রেকর্ডকে স্নান করে দিয়েছে। তাপমাত্রার পারদ নেমেছে মাইন ৪৩ ডিগ্রিতে। সুইডেনের রাস্তাঘাট এখন শু শু সাদা বরফে ঢাকা। প্রভাব পড়েছে জন জীবনেও। সুইডেনের আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে ৩ জানুয়ারি তাপমাত্রার পারদ কমে দাঁড়িয়েছে মাইনাস ৪৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ১৯৯৯ সালের পর জানুয়ারিতে এটাই সবচেয়ে কম তাপমাত্রা। ২৫ বছর আগে জানুয়ারিতে সুইডেনে তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছিল মাইনাস ৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ১৯৫১ সালের পর সেটাই ছিল সবচেয়ে কম তাপমাত্রা। সুইডেনের জাতীয় আবহাওয়া সংস্থা



Name Change
I, Mohammad Yunus S/o Md Sarif R/o 467, G T Road, Shibpur, Haora (M.Corp), Howrah, Pin- 711102, W.B., India shall henceforth be known as Md Yunus. I declare that Md Yunus and Mohammad Yunus is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 05-01-2024.

Name Change
I, Shayma Prasad Kuilya S/o Chitta Ranjan Kuilya R/o Vill & P.O.- Jagatapur, P.S. Mahishadal, Pin- 721603, East Medinipur, West Bengal, India shall henceforth be known as Shyama Prasad Kuilya. I declare that Shyama Prasad Kuilya and Shayma Prasad Kuilya is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 05-01-2024.

Name Change
I,MD SAHEB ALI AND SAHEB ALI AND MOHAMMAD SAHEB ALI,SON OF MD ABDUL GANI, RESIDING AT H NO-62,CHHOTA DIGHA,KASHIMPUR,PO-CHOTO JAGULIA, NORTH 24 PARGANAS - 743294,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SAHAB ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/01/2024.THAT MD SAHEB ALI AND SAHEB ALI AND MOHAMMAD SAHEB ALI AND MD SAHAB ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, (Old Name) JALALUDDIN S/o- LATE ASHIRUDDIN, Residing at Vill- Mollapara(Nagria), Post- Koklamari, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732208, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from JALALUDDIN To SEKH JALALUDDIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SEKH JALALUDDIN in all purpose Vide an affidavit No- 489877 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 27/12/2023, SEKH JALALUDDIN AND JALALUDDIN both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) NARAYAN SARKAR S/o- LATE HARAN CHANDRA SARKAR, Residing at Vill- Adarsha Pally, Post- Mangalbari, Ps- Malda, Dist- Malda, Pin- 732142, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from NARAYAN SARKAR To NIRANJAN SARKAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NIRANJAN SARKARin all purpose Vide an affidavit No- 489878 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 27/12/2023, NIRANJAN SARKAR AND NARAYAN SARKAR both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) FAZLUL SEIKH S/o- MD ABDUL HAQUE, Residing at Vill- Bagane para, Post- Katwa, Ps- Katwa, Dist- Purba bardhaman, Pin- 713130, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from FAZLUL SEIKH To MD FAZLUL HAQUE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD FAZLUL HAQUE in all purpose Vide an affidavit No- 489880 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 27/12/2023, MD FAZLUL HAQUE AND FAZLUL SEIKH both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Noor Afsha Begum (পুরাতন নাম) স্বামী Shaheen Anwar, ঠিকানা 30B, 2nd floor, Ekbalpore Lane, Kolkata-700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 04/01/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Noor Afshan Begum (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Noor Afshan Begum (নতুন নাম) এবং Noor Afsha Begum (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Swapan Datta (পুরাতন নাম) পিতা Lal Mohan Datta, ঠিকানা - Santragachi, Khanyer Bagan, Howrah- 711104, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, 05/01/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Swapan Kumar Datta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Swapan Kumar Datta (নতুন নাম) এবং Swapan Datta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Shamim Akhtar (পুরাতন নাম) পিতা Abdus Salam, ঠিকানা - 12H18, J.K. Ghosh Road, P.O.- Belgachia, Kolkata-700037, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, 04/01/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shamim Akhtar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shamim Akhtar (নতুন নাম) এবং Shamim Akhtar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি জিয়াবুল ইসলাম মন্ডল (Jiyarul Islam Mondal)(old name) পিতা আমানুল হকুল ঠিকানা গ্রাম এবং পোস্টফিস-বিখারি, থানা-সরদারপুর, উত্তর ২৪ পরগনা ৭৪৩২৮৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত স্ট্রাউশিয়াল ম্যাট্রিস্ট্রেট বসিরহাট কোর্ট এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Jiyarul Islam Mondal (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 8407 Dated 20/04/2023। জিয়াবুল ইসলাম মন্ডল (Jiyarul Islam Mondal)(old name) এবং জিয়াবুল ইসলাম মন্ডল (Jiyarul Islam Mondal)(new name) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, (Old Name) SOIDUL ISLAM S/o- PIYER BOX, Residing at Vill & Post- Nutungram, Ps - Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from SOIDUL ISLAM To SAIDUL ISLAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAIDUL ISLAM in all purpose Vide an affidavit No- 489882 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 27/12/2023, SAIDUL ISLAM AND SOIDUL ISLAM both are Same and one identical person.

Name Change
I NIRAJ KUMAR & NEERAJ KUMAR JHA, SON OF BHAU- NATH JHA, B7/4/4, 98 CHRISTOPHER ROAD, BRINDABAN GARDEN, PS- TOPSIA, KOLKATA - 700046, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NEERAJ JHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/01/2024.THAT NIRAJ KUMAR & NEERAJ KUMAR JHA ALSO NEERAJ JHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,CHORAP LASKAR,SON OF CHAND LASKAR, RESIDING AT MAKHALTALA,PO-BAN- SRA, SOUTH24PARGANAS- 7 4 3 3 6 3 , W E S T BENGAL.SHALL HENCE- FORTH BE KNOWN AS CHHORAP LASKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/01/2024.THAT CHORAP LASKAR AND CHHORAP LASKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, MD FIROJ HOSSAIN,SON OF MD SAHAB ALI, RESID- ING AT H NO-62,CHHOTA DIGHA, KASHIMPUR, PO- CHOTO JAGULIA, NORTH24PARGANAS - 7 4 3 2 9 4 , W E S T BENGAL.SHALL HENCE- FORTH BE KNOWN AS FIROJ HOSSAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/01/2024.THAT MD FIROJ HOSSAIN AND FIROJ HOS- SAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, (Old Name) AHSANULLA S/o- ASGAR ALI SK, Residing at Vill- Sarulia, Post- Barua, Ps - Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742189, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from AH- SANULLA To AHASANULLAH SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AHASANULLAH SK in all purpose Vide an affidavit No- 489881 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 27/12/2023, AHASANULLAH SK AND AH- SANULLA both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) TOJAMMEL HAQUE S/o- CHHOBED SK, Residing at Vill- Bhabta, Post- Bhabta, Ps - Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742134, West Bengal. Do hereby de- clare that I have Changed my name from TOJAMMEL HAQUE To MD TOJAMMEL HAQUE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD TOZAM- MEL HAQUE in all purpose Vide an affidavit No- 489879 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 27/12/2023, MD TOJAMMEL HAQUE AND TOJAMMEL HAQUE both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Ataul Rahaman Halder (পুরাতন নাম) পিতা Fazole Rahaman Halder, ঠিকানা - V- 68 Akra Road Heder Ara Lane, P.O.- Bar- talia, PS.-Rajabagan, Kolkata-700018, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, 05/01/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ataul Rahaman Halder (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ataul Rahaman Halder (নতুন নাম) এবং Ataul Rahaman Halder (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি রানী বিশ্বাস (old name) স্বামী রামপ্রসাদ বিশ্বাস ঠিকানা গ্রাম এবং পোস্টফিস-হাকিমপুর, থানা-সরদারপুর, উত্তর ২৪ পরগনা ৭৪৩২৮৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত স্ট্রাউশিয়াল ম্যাট্রিস্ট্রেট বসিরহাট কোর্ট এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rani Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 29021 Dated 18/12/2023। রানী বিশ্বাস (old name) এবং রানীবাবা মন্ডল বিশ্বাস (new name) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Sabita Mondal (পুরাতন নাম) স্বামী Susanta Kumar Mandal, ঠিকানা Vill- Bejup- la (South), P.O.- Maslandapur, PS - Gobar- danga, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743289, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 05/01/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sabita Rani Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sabita Rani Mandal (নতুন নাম) এবং Sabita Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

বেলোকোবায় রিসাইকেল প্রজেক্ট ঘিরে ক্ষোভ বাসিন্দাদের, দূষণের আশঙ্কায় প্রজেক্ট বন্ধ করার দাবি



দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ির বেলোকোবায় রিসাইকেল প্রজেক্ট ঘিরে ক্ষোভ বাসিন্দাদের। দূষণের আশঙ্কায় প্রজেক্ট বন্ধ করার দাবি গ্রামবাসীদের। দাবি মানা না হলে

বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে হঠাৎই আগুন, চিত্তায় বনবস্তিবাসী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : জঙ্গলে হঠাৎই আগুন, চিত্তায় বনবস্তিবাসী। গত কয়েকদিন ধরে আগুন জ্বলছে জঙ্গলে অথচ কোনো



ভূমিকায় যেমন প্রশ্ন উঠছে ঠিক তেমনি ক্ষোভ ছড়িয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে। বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে আগুন লাগার ঘটনা নতুন কিছু নয়। এর আগেও প্রায়শই জঙ্গলের বিভিন্ন এলাকায় আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। কিন্তু কেন বারই সঠিক সময়ে বনকর্মীরা পৌঁছায় না। এবারও ঠিক তাই। গ্রামবাসীদের অভিযোগে গত কয়েকদিন ধরে নধাবাড়ি এলাকায় জঙ্গলে আগুন জ্বলছে অথচ আগুন নেভানো তো দূরের কথা বনকর্মীদের পাতাই নেই। সেক্ষেত্রে জঙ্গলে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়েও। জঙ্গলে আগুন লাগার এই ঘটনায় একাধিক বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি বেলোকোবার রেঞ্জার চিরঞ্জিত পাল বলেন, আগুন লাগার ঘটনাটি সাংবাদিকের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। জানার সাথে সাথেই আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে দেই। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিকা ম্যেমনমুঠেই জলপাইগুড়িতে জঙ্গলে এভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। ঘটনার তদন্তে বনদপ্তর।

উন্নত নিকাশী নালার তৈরীর ক্ষেত্রে উদ্যোগী হলো সাংসদ খগেন মূর্মু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ জানুয়ারি : পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নত নিকাশী নালার তৈরীর ক্ষেত্রে উদ্যোগী হলো উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মূর্মু। শুক্রবার সাংসদ তহবিলের প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২১ টি নিকাশী নালা নতুন করে তৈরীর শুভ শিলান্যাস কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। এদিন বিজেপি সাংসদ খগেন মূর্মুর উ পস্থিতিতে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিমল দাস কলোনি এবং বালাসাহাপুর এলাকায় নতুন করে এই নিকাশী নলার তৈরীর শিলান্যাস কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সাংসদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদার বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা, সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানসি দাস, পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুঙ্গপা রাজবংশী প্রমুখ। উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মূর্মু জানিয়েছেন, পুরাতন মালদা এবং ইংরেজবাজার শহরকেন্দ্রিক সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতটি গড়ে উঠলেও, এখানে দীর্ঘদিন ধরে উন্নত নিকাশী নালার সমস্যা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা নিকাশী নালা তৈরীর ক্ষেত্রে দাবি জানিয়ে আসছিলেন। সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে সাংসদ তহবিলের বরাদ্দ ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ২১ টি নিকাশী নালা তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিন সেই কাজের শুভ শিলান্যাস করা হয়েছে।



ক্ষমতা থাকলে নিশীথকে প্রেফতার করে দেখাক’, মন্তব্য সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৫ জানুয়ারি : ক্ষমতা থাকলে নিশীথ প্রামাণিককে প্রেফতার করে দেখাক। কোচবিহারে এসে এমনটাই মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই নিশীথ প্রামাণিককে প্রেফতারির দাবি তুলেছে তৃণমূল। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিজেপি। শুক্রবার সকালে কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরে পূজা দেন সুকান্ত। তার আগে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরও বলেন, ‘নিশীথ মন্ত্রী হওয়াতে অনেকের অসুবিধা হয়েছে। তাই তারা এধরনের দাবি তুলছে। আমরা আইনিপথে বিষয়টি দেখছি।’ এদিন উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে ইভির ওপর হামলা নিয়েও মুখ খোলেন সুকান্ত। বলেন, ‘এলাকায় রোহিঙ্গা রয়েছে, এই ঘটনা আবারও প্রমাণ হল’। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এদিন কোচবিহারে এসেছেন সুকান্ত। এদিন দুপুরে জেলা কার্যালয়ে নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করবেন তিনি। বৈঠকে মূলত লোকসভা নির্বাচনের রণকৌশল ঠিক করতে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলেই বিজেপি সূত্রে খবর। এছাড়াও দিনহাটয়া আহত বিজেপি কর্মীকে দেখতে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁরা।

১৭ নম্বর ওর্যাড উৎসব ‘উন্মেষ’

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : ৫ জানুয়ারি শুক্রবার থেকে শুরু হোল ১৭ নম্বর ওর্যাড উৎসব ‘উন্মেষ’। এই উৎসবের সূচনা পর্বে উপস্থিত শিলিগুড়ি পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী থেকে শুরু করে মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পারিষদ সহ বোরো চেয়ারম্যান একাধিক কাউন্সিলরো পতাকা উত্তোলন, বেলুন উড়িয়ে ও শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে পায়রা উড়িয়ে ‘উন্মেষ’ - ২৪ এর যাত্রা শুরু হলো চলবে আগামী ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত। শিলিগুড়ি কলেজ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ট্যাবলো কলকাতা শহরে ঐতিহ্য হাতে টানা রিভ্রা থেকে কঁচিকাতার মূলক খেলা ছাড়াও রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ২১ জানুয়ারি শহরের মেয়র শহর বিশিষ্টজনদের নিয়ে প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার মধ্যে শেষ হবে ওর্যাড উৎসব।



এই প্রজেক্টটি হবে। সেই মতো সীমানা দেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে। তবে গ্রামবাসীদের অভিযোগ তাদের না জানিয়েই এই কাজ শুরু করা হয়েছে। তাদের আশঙ্কা, এই প্রজেক্ট সম্পূর্ণ ভাবে চালু হলে আশপাশ এলাকায় পাট - ছয়টি গ্রাম, বেশ কয়েকটি সরকারি স্কুল, কলেজ এলাকাও দূষণের কবলে পরতে পারে। দুর্গন্ধ থেকে রোগভোগ ছড়ানোরও আশঙ্কা। তাদের এমনকি কৃষিতেও সমস্যা দেখা যেতে পারে। তাই অবিলম্বে এই প্রজেক্ট বন্ধের দাবি গ্রামবাসীদের। ইতিমধ্যে এই নিয়ে সারিয়াম কালিবাড়ি এলাকার একটি মাঠে আলোচনা করেন গ্রামবাসীরা। সেখানে আবেগপাশের গ্রামের বাসিন্দারাও উপস্থিত হন। আর সেখান থেকে কার্যত এই প্রকল্প

বন্ধের দাবি ওঠে। গ্রামবাসীরা আরও দাবি করে জানান, এই প্রকল্প নিয়ে তাদের আশঙ্কা আগেই ছিল, তাই মালিক পক্ষের সাথে একটি চুক্তিও করেছেন তারা। যেখানে বলা ছিল কোনো রকম পরিবেশ দূষিত কাজ বা প্রকল্প করবেন না। কিন্তু অভিযোগ, সেই চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে মালিকপক্ষ জোর পাটিয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করার দিকে এগোচ্ছেন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক অফিস, জেলা অফিস এমনকি থানাতেও সমস্যার বিষয়টি জানিয়েছেন বলে গ্রামবাসীদের দাবি। এদিকে মালিক না থাকায় প্রজেক্টর কাজ করার কোনো ব্যক্তিই কালমেরার সামনে মুখ খুলতে রাজি হননি। অন্যদিকে প্রশাসন থেকে অবশ্য কেউই কিছু খোলাসা করে জানাচ্ছেন না। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান

পাণিয়া সরকারের বক্তব্য, এই প্রজেক্টর ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। তবে জনগণ যা চাইবেন সেই দিকেই তিনি থাকবেন বলে জানান। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এত বড়ো কাজ হচ্ছে অথচ প্রধান কি সতিই জানবে না, নাকি জেনেও জানাবেন না। কিছুদিন আগে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে গণস্বাক্ষর করে প্রধানকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। এরপরও তিনি কিছু জানেন না? প্রশ্ন এটাই? কি এখন দেখার আগামীদিনে কি হয়। কোম্পানির মালিক মূল্যে গুণ্ডাকে ফোন করা হচ্ছে তিনি জানান আমরা সরকারি সমস্ত পারমিশন নিয়ে কাজ শুরু করেছি। তবে জনবসতি এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড ও রিসাইকেলের পারমিশন পেল কি করে? যেখানে প্রধান বলছে কিছুই জানেন না?

দেওয়াল ফাটা, মিড ডে মিলের রান্না চলছে খোলা জায়গায়! ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৫ জানুয়ারি : ফাটল ধরছে ক্লাসঘরে, মিড ডে মিলের রান্নার ঘরে নেই ছাদ, নেই পর্যাপ্ত ঘরও, শৌচালয় বেহালা। প্রতিদিন প্রায় প্রানের বুকি নিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে ক্লাস করতে হয় কালনা মহকুমার অন্তর্গত পূর্বস্থলী দু’নম্বর ব্লকের লক্ষ্মীপুরের পশ্চিম আটপাড়া এফপি স্কুলের কচিকাঁচাদের। বেহোল এই বিদ্যালয় এবং ভগ্নপ্রায় তার ক্লাসরুমের পশ্চিম এলাকায় বিপজ্জনক ভাবে চলছে প্রান-প্রাইমারি ও প্রথম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা। স্কুলের মিড ডে মিল খাওয়াও সমস্যা। খোলা জায়গায় বসে মিড ডে মিলের খাবার খেতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। খাওয়ার সময়ে তাদের আশে- পাশে অবলীলায় ঘুরে বেড়ায় কুকুর-ছাগল-হাস! তারাও ওইখানেই উজ্জিষ্ট পেতে থাকে। দূশতই যা অস্বাস্থ্যকর। এই স্কুলে পর্যাপ্ত ঘর নেই, তাই ভগ্নপ্রায় ঘরেই ক্লাস করতে হয় ছাত্রছাত্রীদের-- সাফই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের। মিড ডে মিল প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য-- স্কুলে বাউন্ডারি ওয়াল টিকমতো নেই, কুকুর-ছাগল,



স্কুলের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃ পক্ষকে জানানো হয়েছে আগেই। সংস্কার হবে এবং খুব শিগগিরই কাজ শুরু হবে। ছাত্রছাত্রীদের খোলা জায়গায় বসে মিড ডে মিল খাওয়ার বিষয়টি তিনি অবশ্য খুব পরিস্কার করে জানেন না বলেছেন। তবে শোঁজ নিয়ে দেখানো

রায়ের বক্তব্য, বেহোল স্কুলের ঘর, যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে পড়ুয়াদের মাথার উপর। আর এহেন ভয়ংকর বিপদের আশঙ্কা করে তাঁদের অনেকেই স্কুলে পাঠান না ছেলেমেয়েদের। শুধু তাই নয়, তাদের অভিযোগ, স্কুলের শৌচালয়েরও অবস্থাও খারাপ। মিড ডে মিল খাওয়ানোর ঘরের চাল উড়ে গিয়েছে বহু বর, আজও তা সারানো হয়নি। সবমিলিয়ে স্কুলের রোজকার ছবিটি অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত তাঁরা।

আদিবাসী নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ, রক্তক্ষরণে দফায় দফায় অস্ত্রান নির্যাতিতা! অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৫ জানুয়ারি : ক্ষের ধর্ষণ বীরভূমে। এবার নানুরের এক আদিবাসী নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগে উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে যায় ওই নাবালিকা। পাড়ায় চলছিল উৎসব, তার মাঝেই নির্ধাত্তরের শিকার নাবালিকা। বীরভূমের নানুরের থপসারা গ্রামে এক আদিবাসী নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে পাশের গ্রামের দুই যুবক নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে, এর জেরে জ্ঞান হারায়। জ্ঞান ফিরলে ওই নাবালিকা লজ্জায় পাশের গ্রামের ঠাকুমার কাছে চলে যায়। ঠাকু মাকে বিষয়টি জানানলে তারপর ঠাকুমা এসে নাবালিকার মা-বাবার সাথে কথা বলে বিষয়টি

জানায়। নাবালিকা রাত্রিতে একাধিকবার অজ্ঞান হয়ে যায়। বিপুল পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়। তারপর, নাবালিকার মা-বাবা তড়িঘড়ি বোলপুর মহকু মা হাসপিটালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসা করে বলেন ধর্ষণ করা হয়েছে। তারপর নাবালিকার মা-বাবা নানুর থানায় এসে দুই যুবকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিভিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে ওই নাবালিকাকে রক্ত দিতে হচ্ছে বলে জানা যায়। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছে নাবালিকার মা- বাবা।

পশ্চিমবঙ্গের টাঙ্গাইল, গরদ এবং কোরিআলি এই তিন ধরনের শাড়ি জিআই তকমা পেয়েছে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের টাঙ্গাইল, গরদ এবং কোরিআলি এই তিন ধরনের শাড়ি জিআই (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) তকমা পেয়েছে। কিন্তু এবার মালদার তাঁত শিল্পীরা খাদি শিল্পের ওপর জিআই তকমা পেতে চাইছেন। ইতিমধ্যে জিআই তকমা পাওয়ার ক্ষেত্রে মালদা জেলা ডিসট্রিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টারের কর্তৃপক্ষের কাছেও তাঁত শিল্পীর আবেদন জানিয়েছেন। মালদা জেলা ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টারের জেনারেল ম্যানেজার মানবেন্দ্র মন্ডল জানিয়েছেন, তাঁত শিল্পের ওপর জিআই তকমা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রস্তুত কারকদের আবেদন করার বিষয়টি ফতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরবর্তীতে সেটি ঊর্ধ্বতন ও কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। উল্লেখ্য, জিআই অর্থাৎ জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন যা ভৌগোলিক নির্দেশিকাতেই বোঝায়। মূলতঃ হস্তশিল্প, কৃষিশিল্প এবং খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদিত পণ্যের ওপরই কেন্দ্র সরকার এই জিআই তকমা লাগু করে। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ উৎপাদিত টাঙ্গাইল, জরদ এবং কোরিয়ালি এই তিন ধরনের শাড়ির উপর জিআই তকমা দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। আর তারপর থেকেই মালদার তাঁত শিল্পীরা তাদের এই জিআই তকমা পাওয়ার দাবি জানাচ্ছেন। বলাবাহুল্য, জেলার পুরাতন মালদা, কালিয়াচক এবং ইংরেজবাজার ব্লকের বেশ কিছু এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কারিগরেরা। বর্তমান সময়ে উন্নত প্রযুক্তির পোশাক তৈরীর ক্ষেত্রে তাঁত শিল্প প্রস্তুতকারকেরা গামছা লুঙ্গি সহ বিভিন্ন



ধরনের বস্ত্র উৎপাদন বন্ধ করে এখন খাদি বস্ত্রের দিকেই আগ্রহ বাড়িয়েছেন। পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ি এলাকার তাঁত শিল্পী হাবুল দাস, নিাবার দাস, খুদিরাম বোসদের বক্তব্য, একটা সময় মালদার বিভিন্ন এলাকায় তাঁত শিল্পীদের নানান তৈরি বস্ত্র উৎপাদিত হতো। বহু কারিগরেরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এখন সেই ধরনের পোশাক আবেদন রাখার দাবি জানাচ্ছে। মালদা ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টারের জেনারেল ম্যানেজার মানবেন্দ্র মন্ডল জানিয়েছেন, তাঁত শিল্পীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি উদোহন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। জিআই তকমা পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পরবর্তীতে বিষয়টি বিবেচনা করবে।

চালসায় দেখা চলছে চিতা শাবকের, আতঙ্ক এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের মালবাজার ৪৬ ব্যাটালিয়ন এসএসবি ক্যাম্পের ভিতরে দেখা মিলল চিতাবাঘের শাবকরা। শুক্রবার সকালে এসএসবি ক্যাম্পের ভিতরে জওয়ানরা একটি চিতাবাঘের শাবককে খোঁজাফরা করতে দেখে। খবর চাউর হতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে

পড়ে এলাকায়। এসএসবির তরফে খবর দেওয়া হয় বন দফতরের খুনীয়া স্কোয়াডে। সেখান থেকে বনকর্মীরা এসে শাবকটিকে সেই জায়গায় রেশে দেয়। সন্ধ্যার পরেই মা চিতাবাঘ এসে শাবকটিকে নিয়ে যাবে বলে বন দফতরের খুনীয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজলকুমার দে জানান। জানা গিয়েছে, গত দু’দিন ধরে ক্যাম্পের ভিতরেই

শাবককে নিয়ে একটি চিতাবাঘ আশ্রয় নিয়ে রয়েছে। ক্যাম্প সলগ্ন এলাকার পাশেই রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট চা বাগান। অনুমান ওই ছোট চা বাগান থেকেই চিতাবাঘটি শাবকসহ ক্যাম্পের ভিতর ঢুকে পড়েছে। বন দফতরের তরফে ক্যাম্পের ভিতরে রাতে জওয়ানদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ট্রাক্টরের ধাক্কায় আহত ৬ স্কুল ছাত্রী সহ এক মহিলা, অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ জানুয়ারি : স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাক্টরের ধাক্কায় জখম ৬ জন স্কুলছাত্রী।

স্থানীয়রা আহতদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় ভালুকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। চায়ের দোকানদারকে প্রাথমিক চিকিৎসা



সঙ্গে আহত হয়েছেন চায়ের দোকানদার। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে রত্নয়া থানার বাজি়তপুর এলাকায়। স্থানীয়রা রত্নয়া - ভালুকা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। অবশেষে রত্নয়া থানা এবং ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,

শুক্রবার দুপুরে রত্নয়ার ভালুকা রাই মোহন মোহিনী মোহন বিদ্যাপীঠের ৬-৭ স্কুলছাত্রী রত্নয়া ভালুকা রাজ্য সড়ক হয়ে বাড়ি ফিরছিল। প্রত্যেকের বাড়ি বাজি়তপুর এলাকায়। বাজি়তপুর কলোনি এলাকায়। রত্নয়া থেকে ভালুকাগামী একটি ইঁট ভাটার ট্রাক্টর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের ধাক্কা মেরে সোজা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। ৬ জন ছাত্রীসহ আহত হয়েছেন চায়ের দোকানদারও।

ক্ষুব্ধ রাজু বিস্তা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি

ABRIDGED TENDER NOTICE
NIT NO.- 03/BDO/2023-24 Memo No. 04/BDO/HL/D, Dated- 05/01/2024 the Block Development Officer,Haldia Development Block invites tender from qualified bidders . 1 Nos CC Road under Haldia Development Block. Details may be accessed and dully responded t h r o u g h http://www.wbtenders.gov.in from 16.01.2024 at 10:00 Hours to 05.01.2024 at 10:00 Hours. Sd/- Block Development Officer, Haldia Development Block

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER		
ABRIDGED NIT		
The Exe. Engr. (C)/Br.-I, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works: (1) NIT No.: KMC/EEC//008/39/2023-2024 Name of the Work: Restoration of pavements disturbed by Water Supply Deptt. at 56/I.C, R.R.B. Street, 58B, R. K. Bose Street and other places in Ward No.-08. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 1,98,804.00. Earnest Money: ₹ 4,000.00. (2) NIT No.: KMC/EEC//008/41/2023-2024 Name of the Work: Repairing of damaged asphaltum road (disturbed by W/S Deptt.) from 517, Rabindra Sarani to 3, D.C. Banerjee Street along D.C. Banerjee Street in Ward No.-08. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 2,47,413.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00. Period of Completion: 30 days (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: 18.01.2024 upto 11 a.m. (For Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: 20.01.2024 – 11 a.m. (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 09.01.2024 at 5 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2). The Exe. Engr. (C)/Br.-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work: NIT No.: KMC/EE-II/034/19/23-24 (1st Call) Name of the Work: Repair of road surface at 11/1 Latafath Houssain Lane and surrounding area in Ward No.-34. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 2,99,700.00. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 150 days. Last date and time of submission of Bid: 15.01.2024 upto 12 Noon. Date and Time of opening of Bid: 17.01.2024 after 12 Noon. The bid forms and other details are available on and from 08.01.2024 at 5 p.m. The website https://etender.wb.nic.in The Exe. Engr. (C)/Br.-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works: (1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/101/33/23-24 Name of the Work: Maintenance of roads by relaying, resetting, painting kerbs and other ancillary works near J4, B1/1, D196 - B. P. Township etc. in Ward No.-101. Estimated cost: ₹ 2,96,277.13. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 60 days. (2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/082/23-24 Name of the Work: Restoration of road damaged by W/S Deptt. near Prem. No.-3385, 3281 Nayabad & 80 Chakgaria etc. in Ward No.-109, Br.-XII, KMC. Estimated cost: ₹ 2,03,040.15. Earnest Money: ₹ 4,100.00. Period of Completion: 95 days. (3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/083/23-24 Name of the Work: Maintenance of drainage system by removing chockage & cleaning of catch pit, sip etc. at Satabdi Park, Chakgaria etc. in Ward No.-109, Br.-XII, KMC. Estimated cost: ₹ 2,98,272.39. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 60 days. Last date and time of submission of Bid: 15.01.2024 – 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 3). Date and Time of opening of Bid: 17.01.2024 – 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 3). (4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/057/23-24 Name of the Work: Restoration of road by providing hot mix due to laying of D.I. pipe at 49A to 49/16 Purbachal Main Road & surrounding area in Ward No.-106. Estimated cost: ₹ 4,42,518.22. Earnest Money: ₹ 9,000.00. Period of Completion: 45 days. Last date and time of submission of Bid: 22.01.2024 – 11 a.m. Date and Time of opening of Bid: 24.01.2024 – 11 a.m. The bid forms and other details are available on and from 05.01.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 3) and 09.01.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 4). The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4). The Exe. Engr. (C)/Br.-IV, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for following works: (1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/021/S125/23-24/R Name of the Work: Improvement of Laxminarayan Mukherjee Road (portion) by laying cement concrete in Ward No.-21 under Br.-IV. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 3,93,349.62. Earnest Money: ₹ 7,900.00. Period of Completion: 25 days. (2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/023/23-24/010/R Name of the Work: Improvement of passages at H. P. Day Lane, Pani Tanki Goli etc. and others in Ward No.-23. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 2,87,430.17. Earnest Money: ₹ 5,800.00. Period of Completion: 21 days. (3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/023/23-24/009/R Name of the Work: Development of sewer line and allied civil works at Haraprasad Day Lane etc. and others in Ward No.-23. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 2,64,038.20. Earnest Money: ₹ 5,300.00. Period of Completion: 120 days. (4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/023/23-24/S04/R Name of the Work: Improvement of sewer line and allied civil works at Adi Banstala Street (left portion) and etc. in Ward No.-23. Estimated cost (including		GST and CESS): ₹ 2,94,158.80. Earnest Money: ₹ 5,900.00. Period of Completion: 21 days. (5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/028/022/2023-24/R Name of the Work: Restoration of footpath and passage at 15A, W.I. Street, 9, Bipradas Street, 2B/H/22, Gas Street and others in Ward No.-28. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 1,90,947.98. Earnest Money: ₹ 3,850.00. Period of Completion: 120 days. (6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/038/032/2023-2024/R Name of the Work: Repairing of bustee sewer line at 155/H/3, 155/H/7, 155/H/17, 147/H/26, 147/H/39, Keshab Chandra Sen Street in Ward No.-38. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 2,02,809.97. Earnest Money: ₹ 4,100.00. Period of Completion: 21 days. Last date and time of submission of Bid: 17.01.2024 – 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 6). The tender will be opened on: 19.01.2024 – 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from 05.01.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 6). The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6). The Exe. Engr. (C)/Br.-XI, KMC invites percentage rate tenders in two bid system for following work: NIT No.: KMC/EEC//XI/111/052/2023-2024/R Name of the Work: Improvement of road by laying cement concrete at Nathpara near 29/1 and V-52/21 in Ward No.-111, Br.-XI. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 1,30,236.44. Earnest Money: ₹ 2,700.00. Time of Completion: 21 days. Last date and time of submission of Bid: 20.01.2024 – 12 Noon. Date and Time of opening of Bid: 24.01.2024 – 12 Noon. The bid forms and other details are available on and from 10.01.2024 (From 5 p.m.) The website https://etender.nic.in The Exe. Engr. (C)/Br.-XV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works: (1) NIT No.: KMC/XV/138/049/2023-2024/R/BUSTEE (1st Call) Name of the Work: Construction of passage with raising & allied works at Y-101, Mader Saheb Math Road, T-184 Mitha Talab Lane etc. in Ward No.-138, Br.-XV under slum area. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 3,91,468.22. Earnest Money: ₹ 8,000.00. Period of Completion: 90 days. (2) NIT No.: KMC/XV/138/048/2023-2024/R/BUSTEE (1st Call) Name of the Work: Construction of Latrine with Septic Tank (3 Nos.) at T-285, Jhinuk Shah Lane etc. in Ward No.-138, Br.-XV Phase-II under slum area. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 2,92,259.28. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 90 days. Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): 09.01.2024 – 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2). Documents download/sell start date (online): 09.01.2024 – 4 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). Documents download/sell end date (online): 18.01.2024 – 4 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). Bid submission start date (online): 09.01.2024 – 4 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). Bid submission closing date (online): 18.01.2024 – 4 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). Bid opening date for Technical proposals (online): 20.01.2024 – 4 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2). The Exe. Engr. (C)/Br.-II, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works: (1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR //II/020/023/2023-2024 Name of the Work: Restoration of paver block & I.P. surfaces at 64/A, Nimitla Ghat Street, 23/1, Kashi Dutta Street etc. disturbed by CESC, Water Supply Deptt. in Ward No.-20. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 2,46,554.17. Earnest Money: ₹ 5,000.00. (2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR //II/010/034/2023-2024 Name of the Work: Repairing of I.P. and paver block surfaces at J. M. Avenue, Raja Naba Krishna Street, Shyambazar Street etc. disturbed by various P.U. Agencies in Ward No.-10. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 2,90,445.39. Earnest Money: ₹ 5,900.00. Period of Completion: 45 days (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: 15.01.2024 upto 11 a.m. (For Sl. No. 1 & 2). Bid will be opened on: 17.01.2024 at 11 a.m. (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 05.01.2024 at 5 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2). The Director General, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work: NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/113/060/23-24/R Name of the Work: Improvement of C.C. road at 97 Bandipur Road in Ward No.-113. Estimated Amount: ₹ 2,73,782.44. Earnest Money: ₹ 5,500.00. Period of Completion: 21 days. Last date and time of submission of Bid: 18.01.2024 – 12 Noon. The tender will be opened on: 20.01.2024. The bid forms and other details are available on and from 10.01.2024 (5 p.m.). The website https://etender.wb.nic.in (1229/23-24)

১৫ কোটি টাকার প্রতারণার শিকার, আদালতে মামলা ধোনির

রাটি, ৫ জানুয়ারিঃ এ বার প্রতারণার শিকার প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। ছেলেবেলার বন্ধু এবং দীর্ঘদিনের বিজ্ঞেস পার্টনার মিহির দিবাকরের বিরুদ্ধে ১৫ কোটি টাকার প্রতারণার মামলা করলেন মাছি। শুধু মিহির দিবাকরই নন, তাঁর সঙ্গে সৌম্য বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধেও প্রতারণার অভিযোগ করেছেন ধোনি। তাঁরা দু’জন অর্ক স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড নামে এক সংস্থার কর্তাধার। রাটি আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের করবেন ধোনি। ঠিক কী ভাবে ধোনিকে ঠকালেন মিহির দিবাকর এবং সৌম্য বিশ্বাস? মহেন্দ্র সিং ধোনির নাম করে বিশ্বজুড়ে একটি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছিল অর্ক স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট। ২০১৭ সালে ধোনির সঙ্গে ওই সংস্থার চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছিল। অবশ্য মিহির দিবাকর চুক্তিতে উল্লেখ করা



শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হন। আসলে চুক্তি অনুযায়ী, অর্ক স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের ধোনিকে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি এবং লাভের অংশ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী ধোনিকে সেই টাকা অর্ক স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। তাই ওই সংস্থার বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গ এবং ১৫ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ করেছেন মাছি। চুক্তিতে উল্লেখিত শর্তাবলী অনেক বার মানতে বলা হয় অর্ক স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টকে। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। এরপর অর্ক স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের অথরিটি লেটার ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট প্রত্যাহার করে নেন ধোনি। পাশাপাশি বেশ কয়েক বার আইনি নোটিস পাঠানো হয় ওই সংস্থাকে। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি। ধোনির হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা দয়ানন্দ সিং জানিয়েছেন, অর্ক স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এর ফলে তাঁদের ১৫ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে। সদ্য দুবাই থেকে বর্ষবরণ করে দেশে ফিরেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবের নিয়ে নতুন বছরকে দুবাইতে স্বাগত জানান মাছি। তাঁর সঙ্গে বর্ষবরণের পার্টিতে দেখা গিয়েছিল ভারতের উইকেট কিপার ব্যাটার ঋষভ পন্থকেও। তাঁরা দুবাই থেকে একসঙ্গে ভারতে ফিরেছেন। ছুটির পালা শেষ। এ বার অপ্রিঞ্জএলের জন্য ফের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

মাঠে ব্যাটাররা তাঁদের যুগলবন্দিতে জব্দ বাইরে জুটিতে প্রশ্ন সামলালেন



কেপটাউন, ৫ জানুয়ারিঃ রেনোবে নেশনস থেকে চণ্ডা হাসি নিয়ে দেশে ফিরতে পারবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। কেপটাউনে এই প্রথম বার ভারত কোনও টেস্ট ম্যাচ জিতল। যার ফলে ১-১ ড্র দিয়ে সিরিজ শেষ হয়েছে। প্রোটিম্যানের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে আঙুনে বোলিং করেছিলেন মহম্মদ সিরাজ। আর দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে ঠিক সেই কাজ করেন জসপ্রীত বুমরা। এই পেসারদের যুগলবন্দি মাঠে তো বটেই, মাঠের বাইরেও নজর কেড়ে নিয়েছে সকলের। কেপটাউন টেস্টের পর পুরস্কার বিতরণী

অনুষ্ঠানের সময় মহম্মদ সিরাজের হাতে ম্যাচের সেরার পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এরপর তাঁকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন সঞ্চালক। সেই সময় জুটি বেঁধে আসেন সিরাজ ও বুমরা। আসলে মহম্মদ সিরাজ এখনও ইংরেজিতে অতটা সড়গড় নন। যে কারণে, সিরাজের ট্রান্সলেটর হিসেবে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন বুমরা। কিন্তু অনমনস্ক অবস্থায় সিরাজ সঞ্চালকের প্রথম প্রশ্নের জবাব ইংরেজিতেই দেন। সেই সময় তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বুমরা হাসতে থাকেন। বুমরা এরপর সিরাজকে বলেন, পরের উত্তরগুলি হিন্দিতে বলতো সঞ্চালক তাঁদের।

একসঙ্গে দেখে বলেছিলেন, “নতুন বলে জুটিতে বোলিং করতে দেখা যায় আপনাদের, আর এখানেও জুটিতো।” প্রথম প্রশ্নের উত্তর ইংরেজিতে দেওয়ার পর অবশ্য সিরাজ আর ইংরেজিতে কিছু বলেননি। হিন্দিতেই উত্তর দেন। আর তা অনুবাদ করে দেন বুমরা। এবং তা করতে গিয়ে একসময় বুমরা বেশ কয়েকটি কথা বাদ দিয়ে দেন। আসলে সেগুলি ছিল তাঁকে নিয়েই। সিরাজ বলেন, “জস্‌সি ভাই (জসপ্রীত বুমরা) থাকলে আমাকে বলে দেয় যে কোন উইকেটে কেমন লাইন, লেংথে বল করা দরকার। ওর মেসেজের জন্য আমাকে বেশি ভাবতেও হয় না।” সিরাজের এই বক্তব্য অনুবাদ করার সময় বুমরা নিজের নামের কথা একবারও উল্লেখ করেননি। বরং জানান, “আমাদের টিমে বোলাররা উইকেট পড়ে বোলিং উইনিটকে সেই মতো তথ্য দেয় বলেই আমরা সফল হই।” বুমরা নিজের নাম উল্লেখ না করলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। সকলে বুম বুমের প্রশংসাও করেছেন।

খোয়া যাওয়া ব্যাগি গ্রিন ফিরে পেলেন ডেভিড ওয়ার্নার!

সিডনি, ৫ জানুয়ারিঃ দিন কয়েক আগে ইন্সটাগ্রামে ভিডিয়ো পোস্ট করে আর্জি রেখেছিলেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া ব্যাগি গ্রিন কেউ যদি পেয়ে থাকেন, দয়া করে যেন ফিরিয়ে দেন। সিডনিতে কেরিয়ারের শেষ টেস্ট খেলতে নেমেছেন ডেভিড ওয়ার্নার। বিদায়ী টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতে নেমেছেন বাঁ হাতি ওপেনার। প্রথম ইনিংসে রান পাননি। তার থেকেও বড় কথা হল, স্মৃতি বিজড়িত ব্যাগি গ্রিন ছাড়াই অবসর

টেস্ট খেলতে নেমেছেন ওয়ার্নার। তবে আক্ষেপ আর থাকল না তার। যে টেস্ট টুপি রহস্যজনক ভাবে হারিয়ে গিয়েছিল, সেই টুপি রহস্যজনক ভাবেই ফিরে এল। টিম হোটেলের পাওয়া গিয়েছে তাঁর ব্যাকপ্যাঁক। ব্যাপারটা বেশ অবাক করা হলেও ওয়ার্নার যে খুশি হয়েছেন, সন্দেহ নেই। ১৬ বছর আগে ২০১১ সালে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল ওয়ার্নারের। তখনই পেয়েছিলেন সেই

ব্যাগি গ্রিন। তা হারিয়ে ফেলে ইন্সটাতে পোস্ট করা ভিডিয়োতে ওয়ার্নার বলেছিলেন, “প্লিজ কেউ যদি পেয়ে থাকেন, আমাকে ফিরিয়ে দিন। ওই টুপির সঙ্গে আমার অনেক আবেগ জড়িয়ে আছে। সিডনিতে শেষ টেস্ট খেলতে নামবা। তার আগে ওই টুপিটা ফিরে পেলে জীবনের শেষ টেস্টে গুটা পরেই নামত পারবা।” ওয়ার্নারের আবেগধন্য আবেগেই যে কাজ হয়েছে, সন্দেহ নেই। আর তাতে যে তীব্র খুশি হয়েছেন ওয়ার্নার।

অভিষেকেই সেঞ্চুরির দরজায়, সৌরভের বাংলায় উত্থান আর এক সৌরভের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জানুয়ারিঃ এক সময় ওপেনারই ছিলেন। অনূর্ধ্ব ১৯ বাংলার হয়ে ডাবল সেঞ্চুরিও ছিল ওপেন করতে নেমে। সেই তিনিই যখন পা দিলেন ক্লাব ক্রিকেটে, আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি নতুন বলের সঙ্গে। কাটমসের হয়ে মিডল অর্ডারেই খেলতেন হাওড়ার ছেলে। সেই তিনিই কিনা বাংলার হয়ে অভিষেক ম্যাচেই প্রায় করে ফেলেছিলেন সেঞ্চুরি। শুক্রবারই শুরু হল রঞ্জি ট্রফি। অজ্ঞ প্রদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই বাংলাকে চালকের আসনে বসিয়ে দিলেন ২৪ বছরের সৌরভ পালা। তিনি না পেলেও সেঞ্চুরি পেয়েছেন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার অনুষ্টিপ মজুমদারও। তবে রঞ্জি অভিষেকেই ওপেন করতে নেমে সৌরভের বাকবাকি ব্যাটিং নিয়েই যত আলোচনা। বাংলার বুকে কে এই নতুন সৌরভ? ভবানীপুর ছেড়ে ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নিয়েছেন আবদুল মোনোয়েম। ময়দানের পোড়খাওয়া কোচ লাল-হলুদে পা দিয়েই খুঁজতে শুরু করেছিলেন তরুণ কিছু মুখ। যারা তারকা নন, কিন্তু টিমকে সাফল্য দেন। উইকেটকিপার-ব্যাটারের খোঁজে ছিলেন তিনি। কাটমসের সৌরভের কাছে ইস্টবেঙ্গলে খেলার প্রস্তাব দেন মোনোয়েমই। সৌরভ শুধু বলেছিলেন, “আমি অনূর্ধ্ব ১৯ বাংলা টিমের হয়ে ওপেন করতাম। আবার কি সেই সুযোগ পাব?” মোনোয়েম কথা দিয়েছিলেন, নেটে নিজেকে প্রমাণ করতে পারলে সুযোগ পাবেন। সৌরভ ইস্টবেঙ্গলের হয়ে মরসুমের প্রথম ম্যাচে ওপেনই করেছিলেন। ক্লাব ক্রিকেটে প্রথম ডিভিশন ওয়ান ডে ম্যাচ খেলতে নেমেই ভুঁকলাশের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে চমকে দিয়েছিলেন

সৌরভ। তারপর আর ফিরে দেখতে হয়নি তাঁকে। লিগের ম্যাচে মোহনবাগান, টাউন, কালিঘাটের বিরুদ্ধে পর পর তিনটে হাফসেঞ্চুরিও করেছেন বাঁ হাতি ওপেনার। সৌরভের উত্থান দুটো স্বস্তি নিশ্চিত ভাবে দিচ্ছে বাংলাকে। মনোজ তিওয়ারির টিমে এতদিন ভিন্ন রাজ্যের ছেলেদেরই ভিড় বেশি ছিল। সৌরভ পালা ও শ্রেয়শ ঘোষের একসঙ্গে অভিষেক হল। শ্রেয়শ ১১ করে ফিরে গেলেও সৌরভ সেঞ্চুরি করলেন। গত কয়েক বছর বাংলার হয়ে নতুন বলে ওপেন করেছেন অভিমন্যু ঈশ্বরান। তিনি ভারতীয় টিমের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে আছেন। তাঁর বদলে একসঙ্গে ওপেন করতে নামলেন সৌরভ ও শ্রেয়শ। সৌরভের ইনিংসে ঐর্ষ অনেক বেশি। ওপেনারের মধ্যে মোটা খুঁজতে চায় কোনও টিম, সেটিই তুলে ধরেছেন তিনি। তিনটে স্টাম্প সম্পর্কে ধারণা, বল ছাড়ার মতো বিরল গুণের অধিকারী। যে কারণে ২৬২ বল খেলে ৯৬ করলেন। মাত্র ৪ রানের জন্য অভিষেকেই সেঞ্চুরি হল না সৌরভের। মোনোয়েম বলেছিলেন, “ছেলেটাকে প্রথম দিন থেকেই ভালো লেগে গিয়েছিল। ওপেনারের যে গুণ দরকার, সব আছে ওর। সবচেয়ে বড় কথা হল, ঐর্ষ ধরতে জানে। বল ছাড়ার গুণটা আছে ওর মধ্যে। এ ছেলে অনেক দূর যাবে। যখন বাংলা টিমে সুযোগ পেল, তখন সৌরভকে বলেছিলাম, ‘আমি যখন মোহনবাগানের কোচ ছিলাম, ঋদ্ধিমান সাহা ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিল। তোমাকেও সেই চেষ্টা করতে হবে।’ উইকেটকিপার হিসেবে কিন্তু সৌরভ বেশ ভালো। যদি এগোতে পারে, বাংলা থেকে ভারতীয় টিমে নতুন মুখ পেয়ে যাব আমরা।”



‘নতুন রোনাল্ডো’র অভিষেকের রাতে জয়ের ‘আনন্দ’ জাতির

বার্সেলোনা, ৫ জানুয়ারিঃ লা লিগায় আগের তিন ম্যাচের দুটিতেই পয়েন্ট হারিয়েছিল বার্সেলোনা। গতকাল রাতেও একই পথে ছিল দলটি। লাস পালমাসের বিপক্ষে এই ম্যাচে পয়েন্ট হারাতে শিরোপা লড়াই থেকে আরও দূরে সরে যেত বার্সা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পয়েন্ট হারিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়নি বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের। শুরুতে পিছিয়ে পড়েও শেষ মুহূর্তের পেনাল্টি গোলে বার্সা জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। এই ম্যাচে বার্সার হয়ে অভিষেক হয়েছে ‘নতুন রোনাল্ডো’ খ্যাত তরুণ ব্রাজিলিয়ান ভিতর রকির। লাস পালমাসের মাঠে এদিন ম্যাচের ১২ মিনিটেই গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে বার্সা। প্রথমার্ধে আর গোল শোধ করতে পারেনি দলটি। তবে প্রথমার্ধে বার্সা সেভাবে সুযোগও তৈরি করতে পারেনি। লাস পালমাসের মাঠে বেশ চাপেই ছিল জাতি হার্নান্দেজের দল। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে বার্সা। ৫৫ মিনিটে বার্সাকে সমতায় ফেরান তোরোস। সমতায় ফেরার পর বার্সা যেন ম্যাচের হৃদয় খুঁজে পায়। এ সময় আক্রমণের গতিও বাড়ায় তারা। তবে সুযোগ তৈরি করতে ও এগিয়ে যাওয়া হচ্ছিল না কাতালান ক্লাবটির। এর মধ্যে ম্যাচের ৭৮ মিনিটে ফেরান তোরোসের বদলে প্রথমবারের মতো মাঠে নামেন ভিতর রকি। সাম্প্রতিক সময়ে বার্সায় আসা নিয়ে

বেশ আলোচনায় ছিলেন ব্রাজিলিয়ান তরুণ। গোল ফোরিংয়ে দক্ষতার কারণে তাঁকে তুলনা করা হচ্ছে ব্রাজিলিয়ান কিংবান্ধি রোনাল্ডো নাজারিওর সঙ্গেও। মাঠে নেমে অভিষেকে গোল পাওয়ার সুযোগও এসেছিল রকির সামনে। তবে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি এই তরুণ। রকির অভিষেক ম্যাচটি একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল সমতাতেরই শেষ হবে। কিন্তু নাটক জমে ওঠে ম্যাচের যোগ করা সময়ে। বক্সের তেতর সুবিধাজনক জায়গায় থাকা বার্সা মিডফিল্ডার ইলকাই গুদোয়ানকে ফেলে দেওয়ায় পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন



রেফারি। এমনকি এই অপরাধে লাস পালমাসের ডালে সিংকপ্রাভেনকে লাল কার্ডও দেখানো হয়। স্পট কিং থেকে গোল করে বার্সাকে ২-১ গোলের দারুণ এক জয় এনে দেন গুদোয়ান। এই জয়ে ১৯ ম্যাচ শেষে বার্সার পয়েন্ট ৪১। সমান ম্যাচে শীর্ষ দুইয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদ ও জিরোনোর পয়েন্ট ৪৮। মূলত গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে সবর ওপরে আরে রিয়াল। ম্যাচ শেষে সেঞ্চুরি এই গোল নিয়ে নিজেদের ফোডের কথা জানিয়েছেন লাস পালমাস অধিনায়ক কিয়েরেন রদ্রিগেজ। বলেছেন, “আশা করি

সব অডিও বেরিয়ে আসবে। এটা স্বাভাবিক ছিল না।” বার্সা কোচ জাভির মত অবশ্য ভিন্ন, “উদ্বেগ ও স্নায়ুচাপ থাকেই। সবাই জিততে চায়। আপনারা যদি আমার সঙ্গে পেনাল্টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তবে এটা আমার কাছে পরিস্কার পেনাল্টি ছিল। আমরা শেষ মুহূর্তে পেনাল্টিতে জিতেছি। আমি কিয়েরেনের ব্যাপারটা বুঝতে পারি। কিন্তু এখানে ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল এবং এটা পেনাল্টি ছিল।” এদিন ম্যাচের প্রথমার্ধে ভালো খেলতে না পারলেও দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে হুন্দে ফিরে বার্সা। নিজেদের পারফরম্যান্স নিয়ে জাভির মূল্যায়ন, “যে আগ্রাসন এবং গতিতে আমরা খেলেছি, আমি খুবই আনন্দিত। প্রথমার্ধে যদিও কঠিন ছিল এবং আমরা সে সময় যথেষ্ট ক্ষুরধার ছিলাম না। বিশেষ করে শেষ মুহূর্তে পাস দেওয়ার ক্ষেত্রে। তবে দ্বিতীয়ার্ধে আমরা যথেষ্ট ভালো খেলেছি। আমরা দারুণভাবে প্রেস করেছি, বল জিতেছি এবং ঠিকভাবে আক্রমণে গিয়েছি।” দ্বিতীয়ার্ধে দলে আনা পরিবর্তনগুলো নিয়েও বেশ সন্তুষ্ট জাভি, “দ্বিতীয়ার্ধে আমি যেসব পরিবর্তন এনেছি, সেগুলো ঠিকভাবে প্রভাব রাখতে পেরেছে। ফাইনাল থার্ডে আমরা তখন বেশ ক্ষুরধার ছিলাম। এরপর ফারেনের গোলটাও আমাদের বেশ উজ্জ্বলিত করেছে, যা আমাদের প্রয়োজন ছিল।”

টি-টোয়েন্টি খেলতে চাই বোর্ডকে জানিয়ে দিলেন বিরাট-রোহিত!

মুম্বই, ৫ জানুয়ারিঃ জল্পনার জল এখনও গড়াচ্ছে। কেউ বলছেন, সাদা বলের ক্রিকেটে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জাতীয় টিমের দুই মহাতারকার। কেউ বলছেন, দুই তারকাই আর চান না দেশের হয়ে সাদা বল ফর্ম্যাটে খেলতে। জুন মাসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। কে নেতৃত্ব দেবেন? কারা নেবেন দুই তারকার জায়গা? এই নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পরই এ নিয়ে চর্চার শুরু। যা এখনও থামেনি। হার্পিক পাণ্ডিয়ারে নতুন নেতা ভাবছেন কেউ কেউ। তিন নম্বরে নাকি ঈশান কিষণ খেলবেন। যাবতীয় গুঞ্জন থামিয়ে দিলেন দুই সুপারস্টার। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি বিসিসিআইকে জানিয়ে দিলেন, তাঁরা দেশের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলতে চান। ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আর দেশের হয়ে খেলতে দেখা যাবনি বিরাট ও রোহিতকে। জুনের বিশ্বকাপে এরা খেলবেন কিনা, তা নিয়ে ছিল প্রশ্ন। যদিও বিরাট ও রোহিতকে ধরেই ৬০ জনের সম্ভাব্য টিম সাজিয়ে ফেলেছেন নির্বাচকরা। কিন্তু এই দুই তারকা কী চান, তার

উপর নির্ভর করছিল অনেক কিছু। সে সব মিটিয়ে বিরাট ও রোহিত জানিয়ে দিলেন জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবেন দু’জনেই। ঘরের মাঠে অফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ৬ ক্রিকেটারই জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাটে ফিরতে চান। জানুয়ারি মাসে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিনটে টি-টোয়েন্টি ম্যাচের পরই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ টেস্টের

উপর নির্ভর করছিল অনেক কিছু। সে সব মিটিয়ে বিরাট ও রোহিত জানিয়ে দিলেন জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবেন দু’জনেই। ঘরের মাঠে অফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ৬ ক্রিকেটারই জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাটে ফিরতে চান। জানুয়ারি মাসে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিনটে টি-টোয়েন্টি ম্যাচের পরই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ টেস্টের

দল নির্বাচন বসবেন। সেখানেই এ সব নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি দুই ক্রিকেটারের টি-টোয়েন্টি ভবিষ্যৎ নিয়েও কথা হবে। হার্পিক পাণ্ডিয়া ও সূর্যকুমার যাদব চোটের কারণে খেলতে পারবেন না আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। নতুন নেতা নির্বাচন করতে হবে। রোহিতই নেতা হিসেবে ফেরতে চলেছেন, এমনও বলা হচ্ছে। কিন্তু সে সবই জল্পনার স্তরে রয়েছে। অজিত আগরকরের নির্বাচক মণ্ডলী এ নিয়ে আলোচনা করবে যেমন, তেমনই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক দল কেমন হওয়ার উচিত, তা নিয়েও কথা হবে। একই সঙ্গে টিম নির্বাচনী সভায় রিভিউ হবে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পারফরম্যান্স। বিশেষ করে কেপটাউন টেস্টে ০ রানে শেষ ডটা উইকেট কেন পড়েছিল, তা নিয়ে ময়নাতদন্ত হবে। সব ছাপিয়ে গিয়ে আলোচনা বেশি বিরাট-রোহিতের টি-টোয়েন্টি প্রত্যাবর্তন নিয়ে। দুই তারকা ক্রিকেটারই দেশের হয়ে এ বছরের কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ খেলতে চান। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ ১০ বছর আইসিসি টুর্নামেন্ট জিততে না পারার আক্ষেপও মোটাতে চান তারা।



ভারত সফরে রাঁধুনি নিয়ে আসছেন স্টোকসরা!

লন্ডন, ৫ জানুয়ারিঃ এমন রেওয়াজ সাধারণত ফুটবল টিমের। রাগবি টিমও বিদেশ সফরের সময় এই একই পথে হাটে। এ বার সেই রাস্তাতেই হাটছে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট টিমও। উপমহাদেশে লম্বা সিরিজের সময় পেটের গোলমাল থেকে বড় রকমের অসুস্থতা নতুন নয়। তা সামলেই খেলতে হয় ক্রিকেটারদের। তাতে পারফরম্যান্সে প্রভাব পড়ে। ভারতের বিরুদ্ধে ৫ টেস্টের গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ খেলবে বেন স্টোকসের টিম। মাঠের বাইরের ঘটনায় যাতে এই সিরিজে কোনও প্রভাব না মেলে, সে দিকে নজর রাখার জন্যই রাঁধুনি ভারতে পা রাখছে ইংল্যান্ডে। এতে অবশ্য বিসিসিআইয়ের আপত্তির কোনও কারণ নেই। রাঁধুনির খরচ আলাদা করে জোগাবে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। গত বছর পাকিস্তান সফর থেকেই এই অভিনব পথে হাটতে শুরু করেছে ইংল্যান্ড। বাবর আজমদের বিরুদ্ধে ৬ টেস্টের সিরিজ খেপতে রাঁধুনি নিয়েই ওই দেশে গিয়েছিল তারা। তার সুফলও হাতেনাতে পাওয়া গিয়েছিল। পেটের গোলমাল বা ওই জাতীয় কোনও সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি ক্রিকেটারদের। সিরিজও জিতেছিল ইংল্যান্ড। সেই কারণেই ভারত সফরেও রাঁধুনি নিয়ে আসছে তারা। এর আগে ভারত সফরে টিমের খাবার এনার্জি বার বা পিজার উপর ভরসা রাখতে হত ইংলিশ ক্রিকেটারদের। সেখান থেকে টিমকে বের করে এনেছেন ওমর মেজিয়ান। এ বারও তিনি ভারতে পা রাখবেন টিমের হয়ে।

কেপটাউন টেস্ট জিতে ফের ডব্লুটিসি পয়েন্ট টেবলের মগডালে টিম ইন্ডিয়া

কেপটাউন, ৫ জানুয়ারিঃ জয় তুলে দেয় সাফল্যের মগডালে, আর হার কেড়ে নেয় তাজ ও দৃশ্য ক্রীড়াভাগতে প্রাশয়ই দেখা যায়।

চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবলে বিরাট গুণানামা হয়েছিল। শীর্ষস্থান খুঁয়ে পাঁচে নেমে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। কেপটাউন টেস্টের পর

দীর্ঘদিন পর এমন টেস্ট ম্যাচ দেখা গেল। বলের নিরিখে এটিই কোনও দলের টেস্টে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জয়। কেপটাউন টেস্ট জিততে হলে ভারতকে তুলতে হত ৭৯ রান। সেখানে এই রান তুলতে গিয়ে ৬ উইকেট হারাতে হয় ভারতকে। ৮০ রান তুলে নেয় টিম ইন্ডিয়া। ৭ উইকেটে জয় ভারতের। এই ম্যাচ জিতে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ১-১ ড্র দিয়ে শেষ করল ভারত। আর এই জয়ের ফলেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবলে আবার শীর্ষস্থান ফিরে পেল টিম ইন্ডিয়া। চলতি ২০২৩-২০২৫ আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চক্র এটি ভারতের দ্বিতীয় জয়। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট টেবলে নজর রাখলে দেখা যাবে এক নম্বরে ভারত। দুইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা, তিনে নিউজিল্যান্ড, চারে অস্ট্রেলিয়া, পাঁচে বাংলাদেশ, ছয়ে পাকিস্তান, সাতো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আট ও নয়ে রয়েছে যথাক্রমে ইংল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা।



তেইশের শেষে হওয়া সেঞ্চুরিয়ন টেস্টের কথাই যদি ধরা হয় ৬২ রানে ও এক ইনিংসে ওই টেস্ট ম্যাচ প্রোটিম্যানের কাছে হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। যার ফলে বিশ্ব টেস্ট

বদলে গেল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবলের ছবি। ফের শীর্ষস্থান ফিরে পেয়েছে রোহিত শর্মার ভারত। কেপটাউন টেস্ট শেষ হয়েছে দেড়দিনে।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৬ বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা • ১ জানুয়ারি ২০২৪

হৃদয়ের মেরামতি

- কাহার, ভয়, মানসিক চিন্তা...
- মহিলা এবং ক্যানসার - কিছু সহজ সতর্কতা...
- জরায়ু ক্যানসার প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ শ্রেয়
- তামাক : ভারতীয় সমাজের জন্য অভিশাপ
- হার্টের ভালবেরে সমস্যায় হৃদরোগ
- খাদ্যনালীর ক্যান্সার চিকিৎসায়...
- নতুন বছরে আপনার হার্টের যত্নগা ভুলে যান
- হার্টের অসুখ প্রতিরোধে সার্বিক সতর্কতা
- হৃদরোগের রিস্ক ফ্যাক্টর
- হৃদয়ের মেরামতি করতে খাদ্যাভ্যাস

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন